উম্মতি নবী

‘উম্মতি নবী’

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

উম্মতি নবী

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশক | প্রকাশনা বিভাগ
আহমদীয়া মুসরিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা ১২১১

প্রথম প্রকাশ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ | আগস্ট, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

তৃতীয় সংস্করণ | জুলাই, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

চতুর্থ সংস্করণ | মার্চ, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রচ্ছদ | নুরুল ইসলাম মিঠু

সংখ্যা | ৩০০০ কপি

মুদ্রণে | ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আল্‌হামদুলিল্লাহ। 'উম্মতি নবী' পুস্তিকাটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। হযরত খাতামান নবীঈন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণতম নবুওয়তের রূহানী কল্যাণে ও বরকতে এবং ফয়েযে তাঁর (সা.) উম্মতের মধ্যে ৪ (চার) শ্রেণীর মানুষ তৈরী হবেন, যথা: (১) উম্মতি সালেহ (২) উম্মতি শহীদ (৩) উম্মতি সিদ্দীক, এবং (৪) উম্মতি নবী। এ বিষয়টি বিশেষভাবে বলা আছে কুরআন করীমের সূরা নিসায়, ৭০ নম্বর আয়াতে। বলা হয়েছে:

'এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরষ্কার দান করেছেন- নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণ-এর মধ্যে। এবং এরাই সঙ্গী হিসেবে উত্তম।'

'মুহাম্মদী উম্মত'-এর এই আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের মোকাবেলায় বিশেষ করে মূসায়ী উম্মত'-এর মর্যাদা সম্পর্কে সূরা আল্ হাদীদে বলা হয়েছে :

'যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে, তারা তাদের প্রভুর নিকট 'সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত।' তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরষ্কার ও তাদের নূর (আলো)।' (৫৭ : ২০)

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের লোকেরা শহীদ ও সিদ্দীকের শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হতে পারতেন। পক্ষান্তরে, এই উম্মতের লোকেরা কেউ 'নবী'-এর মর্যাদায়ও উন্নীত হবেন। এবং এই উম্মতের বাইরে থেকে, অন্য আর কোন উম্মতের মধ্য থেকে, কেউ আর নবীর মাকামে বা স্তরে উন্নীত হতে পারবেন না। অন্যকথায়, মুহাম্মদী খাতাম-এর পূর্ণছাপ বা সত্যায়ন ছাড়া কেউ নবীর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না, স্বীকৃতিও পাবে না। এই উম্মতে ইসা নবিউল্লাহ আসবেন বলে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। আর, এখানেই নিহিত খতমে নবুওয়তের আসল তাৎপর্য।' এই বিষয়টিকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে সংক্ষেপে, 'উম্মতি নবী' পুস্তিকাটিতে। এই পুস্তিকার শ্রদ্ধেয় লেখক এবং এর প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমরা পুস্তিকাটির ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সাফল্য কামনা করি। আল্লাহ্ এমনই করুন আমীন! সুম্মা আমীন।

খাকসার
মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

ঢাকা
২০ মার্চ, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন করীমে সূরা জুমুয়ার 'ওয়া আখারিনা মিনহুম' আয়াতে হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় আবির্ভাবের কথা বলেছেন। এই কথার তাৎপর্য হযরত আবু হুরায়রা জানতে চাইলে আঁ-হযরত (সা.) বলেছিলেন যে, ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে গেলেও তা পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনবে পারস্য বংশীয় লোক। হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এই তথ্য নিহিত ছিল যে, তাঁর নিজের পুনরাগমন তো হবে না, তবে তাঁর উম্মতের এক ব্যক্তির সত্তায় তাঁর রূহানীয়াতের অর্থাৎ তাঁর নবুওয়তের পুনঃ প্রকাশ ঘটবে। অন্য কথায়, তাঁর সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম রূহানীয়াতের অতি প্রখর প্রতিফলনে বিম্বিত হয়ে সেই উম্মতি নবীরূপ লাভ করবে। এই প্রতিবিম্ব-নবীকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন 'ঈসা নবীউল্লাহ্' বলে। এই উপাধি দানের মাধ্যমে আঁ-হযরত (সা.) মানবজাতিকে এই শুভসংবাদ দান করেছেন যে, তাঁর পূর্ণতম রূহানিয়াতের ফয়েযে ও বরকতে বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আ.)-এর তুল্য নবী তৈরী হবে তাঁর উম্মতের মধ্যে। উম্মতও দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে এই প্রার্থনাই করে আসছে যে, হে আল্লাহ্ তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশ ও অনুসারীদের মধ্যে যে বিশেষ আশিস, এনআম ও বরকত জারি রেখেছিলে, সেইরূপ আশিস, এনআম ও বরকত জারি রাখিও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশ ও অনুসারীদের মধ্যে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত রসূলের (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এবং উম্মতের বহু প্রার্থিত সেই উম্মতি নবীর শুভ আবির্ভাব ঘটে গেছে আল্লাহ্‌র ফজলে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে পেশ করবার চেষ্টা করেছি আমরা। বিস্তারিত জানতে চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে কোন মসজিদে ও মিশনে যোগাযোগ করুন। আল্লাহ্ আমাদের হাফেজ ও নাসের।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেওঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম। ইন্নাকা হামীদুম মজীদ।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

খাকসার
লেখক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

‘উম্মতি নবী’

কথা উঠলেই অনেকে আপনার মতই বলে উঠেন, ‘আরে, রাখেন মিঞা, আপনাদের মির্যা সাহেব তো ‘নবী দাবী করেছেন, অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) হচ্ছেন ‘শেষ নবী’। তাঁর পরে আর নবী নাই।’ কিন্তু, কথাটা আপনারা যেভাবে বলেন এবং যে অর্থে বলতে চান, তা সঠিক নয়।

প্রশ্ন কর্তা ঃ মানে?

উত্তর দাতা ঃ মানে, আপনাদের যে ধারণা সেই ধারণা মতে হযরত মির্যা সাহেব ‘নবী’ দাবী করেন নি।

প্র ঃ তবে তিনি কি দাবী করেছেন, শুনি?

উ ঃ তিনি দাবী করেছেন যে, তিনি ‘উম্মতি নবী’।

প্র ঃ অর্থাৎ....?

উ ঃ অর্থাৎ, তিনি শরীয়তওয়ালা নবী হওয়ারও দাবী করেন নি, শরীয়ত ছাড়া স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নবী হওয়ারও দাবী করেন নি। কেননা, এই উভয় ক্ষেত্রেই হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) হচ্ছেন শেষ নবী।

প্র ঃ তাহলে, আপনারা কি আঁ-হযরত (সা.)-কে শেষ নবী মানেন?

উ ঃ হ্যা, মানি। এবং তা প্রকৃত এবং যথার্থ অর্থেই মানি।

প্র ঃ তা হলে, আপনাদের মির্যা সাহেবের দাবীটা কি?

উ ঃ ঐ যে বললাম, ‘উম্মতি নবী’।

প্র ঃ আলেমরা তো বলেন যে, খাতামুন্নবীঈন অর্থ হচ্ছে সর্বশেষ নবী, যাঁর পরে আর কোন প্রকারেরই কোন নবী নাই। না শরীয়তওয়ালা, না শরীয়ত ছাড়া, না উম্মতি।

উ ঃ দেখুন ! উম্মতি নবীর ধারণা বা কনসেপ্শন ইতোপূর্বে ঐ আলেমদের ছিলই না। তাই, তারা এই কনসেপশনটা বুঝতে পারেন না, বুঝতে চানও না। তাঁদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা তা বুঝবার ধৈর্য রাখেন না। রাখলে তাঁরা আঁ-হযরত (সা.)-এর অত্যুচ্চ শান ও মোকামের সন্ধান পেতেন এবং বুঝতে পারতেন যে, এই উম্মতকে কেন খায়রা উম্মাতিন বলা হয়েছে।

প্র ঃ কিন্তু, খাতামুন্নবীঈন অর্থ যে সকল অর্থেই ‘শেষ নবী’ এ বিষয়ে নাকি বুজুর্গানে দ্বীনের মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই? এই মত নাকি সর্ববাদীসম্মত?

উ ঃ তাঁদের এই সর্ববাদীসম্মত মতটা (এজ্‌মা) তো তাঁরা তৈরী করে নিয়েছেন হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর পরে।
প্র ঃ ইতোপূর্বে কি এইরূপ 'এজ্‌মা' ছিল না?
উ ঃ মোটেই না।
প্র ঃ প্রমাণ?
উ ঃ প্রমাণ উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাজি.), তিনি বলেছেন :
'তাঁকে (সা.) তোমরা খাতামুন্নবীঈন বলিও, কিন্তু একথা বলিও না যে, তাঁর পরে নবী নাই।'
প্র ঃ হযরত আয়েশার (রাজি.) একথা কি তারা মানেন না?
উ ঃ তাঁদেরই জিজ্ঞেস করুন। তবে, মনে রাখবেন, তাঁদের সমস্ত আলেমদের কথা একত্র করলেও তার ওজন আমাদের মায়ের ঐ কথার ওজনের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারবে না। এক্ষেত্রে তাদের কথা বাতিল বলেই গণ্য হবে।
প্র ঃ কিন্তু .....
উ ঃ কিন্তু-টিন্ত কিছু নেই। উম্মুল মুমেনীনের (রা.) ঐ অভিমত সকলেরই শিরোধার্য।
প্র ঃ কিন্তু, বলছিলাম কি, তাঁরা তো বলেন যে, আঁ-হযরত (সা.)-কে, তাঁদের মতানুসারে 'শেষ নবী' মানাটা ইসলামী আকিদার অংশ, এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা ইসলামী ঈমানের অঙ্গ – An article of faith, এবং এটা না মানলে কেউ মুসলমান থাকতে পারবে না।
উ ঃ বটে! তাহলে 'খাতামান্নবীঈন' সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যারা (রাজি.) ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁরাও কি অমুসলমান?
প্র ঃ সর্বনাশ!
উ ঃ হ্যাঁ, এই সর্বনাশটি করতে বসেছেন তাঁদের আলেমরা। আফসোস যে, তাঁরা কি করছেন তা তাঁরা বুঝেন না, বোঝার চেষ্টাও করেন না।

[২]

প্র ঃ আচ্ছা, মির্যা সাহেবের উম্মতি নবীর ঐ দাবীর আসল ভিত্তিটা কি?
উ ঃ আল্লাহ্ তাআলার অধিক পরিমাণে ওহী - ইলহাম এবং রুইয়া ও কাশ্‌ফ্।
প্র ঃ আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী করেছেন?
উ ঃ হ্যা, ওহী করে আল্লাহ্ তাঁকে বলেছেন যে, তিনি এই যামানার ইমাম, মুজাদ্দিদ এবং মসীহ্ ও মাহদী (আ.) যাঁর আগমনের কথা ছিল উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে।
প্র ঃ কিন্তু, আলেমদের নিকট শুনেছি যে, আল্লাহ্ তো আর ওহী নাযিল করবেন না।
উ ঃ কেন? আল্লাহ্‌র কি স্বভাবের এবং ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে নাকি?

প্র ঃ না, তা নয়। তবে, ওহী তো নাযিল হয় নবী-রসূলের উপরে। নবী-রসূল যেহেতু আর আসবেন না, সেহেতু ওহীও আর নাযিল হবে না। এটাই আমাদের আলেমদের কথা।

উ ঃ দেখুন ! কুরআন করীমে আছে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রার্থনার জবাব দেন (৪০ : ৩১)। আল্লাহ্র তরফ থেকে ফিরিশ্তা নাযিল হয় এবং বান্দাকে ওহীর মাধ্যমে শুভ সংবাদ দান করে (৪১ : ৩১)। কুরআন করীমে এও আছে যে, আল্লাহ্ মূসার (আ.) মায়ের উপরে ওহী করেছেন (২৮ : ৮)। আল্লাহ্ ঈসার (আ.) মায়ের উপরে ওহী করেছেন (১৯ : ১৮-২২)। ঈসার (আ.)-এর উম্মতের উপরও ওহী করেছেন (৫ : ১১২)। এমনকি, আল্লাহ্ মৌমাছির উপরেও ওহী করেন (১৬ : ৬১)। এই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের এমন বহু ওলী-এ-কামেল গুজরে গেছেন, যাঁদের সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, বাক্যালাপ করেছেন। অতএব, সত্য এটাই যে, আল্লাহর ওহী এখনও নাযিল হয়; তবে শর্ত এই যে, কোন নতুন আইন কানুন (Law) সম্বলিত কোন ওহী আর নাযিল হবে না। কেননা, শরীয়তকে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে কুরআন শরীফে এবং কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকবে চিরকাল। তাছাড়া, প্রার্থনা করলে যে আল্লাহ্ বান্দাকে খবরাখবর দেন, এতো জানা কথাই।

প্র ঃ কি করে?

উ ঃ 'এস্তেখারা' করে। 'এস্তেখারা' কি মানেন না?

প্র ঃ মানি। তবে, কে করবে এ ব্যাপারে এস্তেখারা? কার এত ঠেকা পড়েছে?

উ ঃ বলেন কি সাহেব! আপনাদের কাছে তো কাদিয়ানীকে অমুসলমান ঘোষণা করার চাইতে ইসলামের বড় খেদমত আর কিছু নেই। এজন্যেও এস্তেখারা করতে পারবেন না?

প্র ঃ আমরা সবাই কি আর তেমন মনে করি নাকি?

উ ঃ সবাই মনে করেন না ঠিক। কিন্তু, আপনারা কি কেউ কখনও বলেছেন যে, কে মুসলমান আর কে দাবী করা সত্ত্বেও অমুসলমান– এটা নির্ধারণের এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্র, মানুষের নয়? কেননা, একমাত্র আল্লাহ্ই রাখেন মানুষের হৃদয়ের খবর, মানুষে রাখে না। অতএব, কোন মুসলমানকে অমুসলমান বা কাফের বলতে চাইলে তা আল্লাহ্র কাছ থেকে জেনেই বলতে হবে। নইলে মারাত্মক ঝুঁকি আছে।

প্র ঃ কিসের ঝুঁকি?

উ ঃ কাফের বা অমুসলিম হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি।

প্র ঃ কি ভাবে?

উ ঃ হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফের বলে, আর যদি অপর ব্যক্তিটি প্রকৃত প্রস্তাবে কাফের না হন, তাহলে সেক্ষেত্রে, কাফের বলনেওয়ালা ব্যক্তিই কাফের সাব্যস্ত হবে।

প্র ঃ ব্যাপারটা তাহলে তো দারুন রিস্কী! একটু খুলে বলুন।

উ ঃ হযরত নবী করীম (সা.) কাউকে কাফের বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, বলেছেন ঃ

'ইযা কালার রাজুলো লে আখিহে ইয়া কাফেরো, ফাকাদ বাআ বিহা আহাদুহুমা; ফা ইন কানা কামা কালা, ওয়া ইল্লা রাজাআত আলায়হে' – (মুসলিম ঃ কিতাবুল ঈমান)

অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইকে বলে, হে কাফের, তাহলে এই কুফরী তাদের উভয়ের মধ্যে থেকে কোন একজনের উপরে অবশ্যই বর্তাবে। যদি ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে থাকে যাকে কাফের বলা হয়েছে তাহলে তো হলোই; কিন্তু যদি সে কাফের না হয়, তাহলে যে বলবে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে।

'মুসলমান'-এর সংজ্ঞা নবী করীম (সা.) দিয়েছে এই বলে ঃ

মান সাল্লা সালাতানা ওয়াসতাকবালা কিবলাতানা ওয়া আকালা যাবীহাতানা ফাযালিকাল মুস্‌লেমুল্লাযি লাহু যিম্মাতু ওয়া যিম্মাতু রাসূলিল্লাহে ফালা তুখ্‌ফেরুল্লাহা ফী যিম্মাতেহি– (বুখারী ঃ কিতাবুস সালাত)।

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাই করা (পশু-পাখীর গোশ্‌ত) খায় সে মুসলমান, তার জিম্মা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে তাঁর জিম্মাদারিত্বে অপদস্ত করো না।

বলা বাহুল্য, আহমদী জামাতের প্রতিটি নর-নারী নবী করীম (সা.) এরই শেখানো নামায পড়ে, তাঁরই কিবলার দিকে মুখ করে এবং মুসলমানদের জবাই করা পশু-পাখীর মাংস খায় এবং এছাড়াও তারা ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কাজেই আহমদীরা প্রকৃত মুসলমান। অতএব বিষয়টা অতিশয় রিস্কী জন্যই আলেমদের এস্তেখারা করে বলা উচিৎ যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জেনেই বলেছেন যে, আহমদীরা অমুসলমান।

প্র ঃ আচ্ছা, মির্যা সাহেবের প্রতি নাযিলকৃত ওহী যে খোদারই বাণী তার প্রমাণ কি?

উ ঃ প্রমাণ, খোদার এক চিরাচরিত রীতি।

প্র ঃ কি সেই রীতি ?

উ ঃ খোদার সেই রীতি বা সুন্নত হচ্ছে ঃ কেউ যদি বলে 'খোদাতাআলা আমাকে এই কথা বলেছেন' –অথচ খোদা যদি সে কথা তাকে না বলে থাকেন, তাহলে ঐ মিথ্যাবাদীকে খোদা ধ্বংস করে দেন। (দ্রঃ সূরা আল হাক্কা : ৪৫-৪৭ আয়াত)। এবং এটা খোদা তাআলার একটি অপরিবর্তনীয় সুন্নত।

প্র ঃ তাহলে কি মির্যা সাহেবের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র ওহী– ইলহাম সব সত্য?

উ ঃ সব সত্য। দিনের সূর্যের মত সত্য।

প্র ঃ কেউ যদি তা প্রত্যাখ্যান করে?

উ ঃ প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে, তা করতে হবে আল্লাহ্‌র ওহীর ভিত্তিতেই।
প্র ঃ অর্থাৎ?
উ ঃ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারীকে বা বিরুদ্ধবাদীকে বলতে হবে, 'আল্লাহ্ আমাকে ওহী করে বলেছেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী মিথ্যা'। কিন্তু, আমরা জানি যে, এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না। গত এক শ' বছরেও তেমন মুরোদ কারও হয়নি, আর হবেও না। ইতিহাস এটাই যে, বিগত এক শ' বছরে বিরোধীরা নষ্ট হয়ে গেছে, এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মির্যা সাহেব, সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় বেড়ে চলেছেন।

[৩]

প্র ঃ আচ্ছা উম্মতি নবী বলতে আপনি কি বুঝাতে চাইছেন?
উ ঃ আমি বুঝাতে চাইছি যে, হযরত মির্যা সাহেব (আ.) প্রথমতঃ হযরত রসূলে আকরাম (সা.)-এর একজন উম্মতি এবং তার (সা.) পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের ফলে এবং 'ফানা-ফির রসূল'-এর মোকামে ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে মুহাম্মদী নবুওয়তের রঙ্গে সম্পূর্ণরূপে রঙ্গীন হয়ে উঠেছেন এবং প্রতিবিম্বাকারে নবী রূপ লাভ করেছেন। কাজেই, তিনি যেমন একজন উম্মতি তেমনি দায়রা-এ-মুহাম্মদীয়ার মধ্যে অবস্থান করেই একজন নবীও। এক কথায় তিনি একজন 'উম্মতি নবী'। কাজেই, যখন বলা হয় যে, মির্যা সাহেব 'নবী' হওয়ার দাবী করেছেন, তখন কথাটা ঠিক বলা হয় না, বরং বাড়াবাড়ি করা হয়।
ঃ তিনি কি 'শরীয়তওয়ালা' নবী হওয়ার দাবী করেন নি?
ঃ না, করেন নি।
ঃ তবে, তার শরীয়ত কি?
ঃ তিনি যাঁর উম্মত সেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শরীয়তই তাঁর শরীয়ত। কুরআনী শরীয়তই তাঁর শরীয়ত।
ঃ একজন উম্মতি নবী কি হতে পারেন?
ঃ হ্যাঁ পারেন।
ঃ কিভাবে?
ঃ রসূলে পাক (সা.)-এর পূর্ণতম নবুওয়তের অসীম ফয়েয ও পবিত্রকরণ শক্তির অতি প্রখর কার্যকারিতা ও সফল প্রভাবের কল্যাণে।
ঃ মূসা (আ.) বা অপর কোন পূর্ববর্তী শরীয়তওয়ালা নবীর কোন উম্মতিও কি অনুরূপ নবী হয়েছিলেন?
ঃ না হন নি?
ঃ তাহলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত পারবেন কি করে?

ঃ পারবেন এজন্যই যে, মুহাম্মদ (সা.) সবার বড় এবং সবার উপরে। এবং তাঁর শরীয়তই পূর্ণতম শরীয়ত।

ঃ পূর্ববর্তী কোন শরীয়তওয়ালা নবীর কোন উম্মতি তো নবী হতে পারেননি, কিন্তু আঁ-হযরত (সা.)-এর উম্মতি নবী হতে পারবেন, এই কথার সমর্থন কি কুরআন-হাদীসে আছে?

ঃ নিশ্চয়ই আছে।

ঃ আছে? তাহলে বলুন।

ঃ কুরআন শরীফে আছে রূহানী বা আধ্যাত্মিক জগতে মানুষ ৪ (চার) শ্রেণীতে বিভক্ত–(১) নবী (২) সিদ্দীক (৩) শহীদ (৪) সালেহ বা সৎ লোক। পূর্ববর্তী শরীয়তওয়ালা নবীর উম্মতের মধ্য থেকে কেউ নবীর শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারেন নি। সিদ্দীক পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন।

ঃ এর কি উল্লেখ আছে কুরআন করীমে?

ঃ আছে।

ঃ যেমন?

ঃ যেমন বলা আছে ঃ

"যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক এবং শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর।" (৫৭ : ২০)।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পূর্ববর্তী রসূলগণের কোন কোন উম্মতি সিদ্দীকের দর্জা বা মোকাম পর্যন্ত উন্নতি লাভ করেছিলেন বা করতে পারতেন। কিন্তু এই মর্যাদার উর্ধ্বের যে স্তর বা মোকাম সেখানে তাঁদের কেউ উন্নীত হননি।

ঃ কিন্তু, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কোন ব্যক্তি 'নবী' হতে পারবেন, এ কথা কোথায় আছে?

ঃ এই যে দেখুন, সূরা নিসার এই আয়াত ঃ

"এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং এরাই সঙ্গী হিসেবে উত্তম।" (৪ : ৭০)

এই আয়াতে করীমায় এ কথাই বলা হয়েছে যে, রসূলে পাক (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে এমন উম্মতিও হতে পারবেন যিনি সিদ্দীকের স্তর অতিক্রম করে যাবেন এবং নবীর স্তরে উন্নীত হবেন। অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে যেমন উম্মতি

সালেহ হবেন, যেমন উম্মতি শহীদ হবেন, যেমন উম্মতি সিদ্দীক হবেন, ঠিক তেমনি উম্মতি নবীও হবেন, খোদার ফজলে।

ঃ উম্মতি নবীও হবেন?

ঃ অবশ্যই হবেন। নইলে দুনিয়াবাসীর সামনে আঁ-হযরত (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হয় না তাঁর উম্মতের ঔৎকর্ষের।

ঃ এই উম্মতে নবী বা রসূল আগমনের কথা কি আর কোন আয়াতে আছে?

ঃ নিশ্চয়ই আছে। একাধিক আয়াতে আছে।

ঃ যেমন?

ঃ যেমন, সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

'হে আদম সন্তানেরা! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আগমন করে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনায়, তখন যারা তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) অবলম্বন করবে এবং সংশোধন করবে, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য না কোন ভয় থাকবে, এবং না তারা দুঃখিত হবে।' (৭ : ৭৬)

ঃ এই আয়াত সম্পর্কে অপর আলেমদের মতামত কি?

ঃ তাদের কথা হচ্ছে, এখানে 'বনী আদম' (আদম সন্তানগণ) বলতে বুঝানো হয়েছে, আঁ-হযরত (সা.)-এর পূর্ববর্তী লোকদেরকে।

ঃ কিন্তু, তা কি করে হয়? এখানে তো আঁ-হযরত (সা.)-এর মুখ দিয়েই বলানো হয়েছে একথা। সতরাং.....

ঃ সুতরাং, একথা পূর্ববর্তীদের জন্য নয়, পরবর্তীদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যথায়, বনী আদম সম্বোধন করে যত সব আদেশ ও নিষেধ প্রদত্ত হয়েছে তার কোনটাই পরবর্তীদের জন্য বাধ্যকর হবে না। তাছাড়া, যাঁরা পূর্বে অতীত হয়ে গেছেন অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে নবী রসূল প্রেরণের কথা রসূলে করীম (সা.)-এর মুখ দিয়ে বলার প্রশ্নই উঠে না। অতএব, এই আয়াতে করীমায় আঁ-হযরত (সা.)-এর পরবর্তীকালের বনী আদমের মধ্যে রসূল আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে।

ঃ আর কোনও আয়াত?

ঃ আরও? সত্যান্বেষীর জন্য তো এক নিদর্শনই যথেষ্ট।

ঃ কিন্তু, আমাদের আলেমদের কল্যাণে আমরা তো বড় বিপাকে পড়ে আছি। কী যে করি!

ঃ শুনুন তবে! সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনগণের উপর অনুগ্রহ করলেন যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করলেন....." (৩ : ১৬৫)।

লক্ষ্য করুন, এই আয়াতে এমন এক রসূলের আগমনের কথা বলা হয়েছে, যাঁর আবির্ভাব ঘটবে, আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপারূপে মু'মিনদের জন্য মু'মিনদের মধ্য থেকে..... ।

ঃ কিন্তু এখানে তো আঁ-হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে ।

ঃ না । সূরা জুমুআতে আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রসঙ্গে বলা আছে যে, তাঁর আগমন ঘটবে 'উম্মীদের মধ্য থেকে', মু'মিনদের মধ্য থেকে নয় । (দ্রঃ ৬২ : ৩)

ঃ মু'মিনদের মধ্য থেকে' বলতে কি উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে বুঝানো হয়েছে?

ঃ অবশ্যই । কেননা, মুহাম্মদীয় নবুও'তের দরজা ব্যতীত বাকী সকল নবুও'তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে । এখন কেউ নবুও'তের আসমানে উন্নীত হলে একমাত্র ঐ দরজা দিয়েই উন্নীত হবেন । এবং এই অর্থেও আঁ-হযরত (সা.) 'খাতামান্নবীঈন' । অন্য কথায়, তাঁর শিক্ষায় ও প্রশিক্ষণে, তার পবিত্রতার প্রভাবে ও শক্তিতে, তাঁর পূর্ণ অনুগত এক উম্মত নবীর মোকামে উন্নীত হতে পারে, যা অন্য কোন নবীর কোন উম্মত পারেনি ।

ঃ তাহলে তো, আলোচ্য আয়াতে (৩ ঃ ১৬৫) উল্লেখিত রসূলও একজন উম্মতি রসূল যিনি আবির্ভূত হবেন মু'মিনদের মধ্য থেকে!

ঃ হ্যাঁ! আর এখানেই নিহিত আঁ-হযরত (সা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ।

প্রশ্ন কর্তা ঃ উম্মতি নবী বা রসূলের আগমনের কথা কি হাদীস শরীফেও আছে?

উত্তর দাতা ঃ নিশ্চয়ই আছে ।

ঃ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ

শ্রদ্ধাস্পদ মওলানা আশরাফ আলী সাহেব থানবী কৃত 'নশরুত তীব ফি যিক্‌রিন্নাবীয়্যীন হাবিব (সা.)' কিতাবে এক হাদীসে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে এইভাবে ঃ

"হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক একবার মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন ঃ তুমি বনি ইসরাঈলদের জানিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি আহ্‌মদ (সা.)-এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো । হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আহমদ কে? আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ হে মূসা! আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করিনি । আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও জমীন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি । আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ, আমার মাখলুকের জন্য জান্নাত হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে । অতঃপর মূসা (আ.) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ্ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও । আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে । মূসা

(আ.) পুনরায় আরজ করলেন ঃ তবে আমাকে সেই নবীর এক উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ তুমি তাঁর পূর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ। আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব।"– (হুলিয়া)।

(দ্রঃ - 'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' ঃ মওলানা আশরাফ আলী থানবীঃ অনুবাদ–মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন' বাংলাদেশ।)

লক্ষ্য করুন, এই পবিত্র হাদীসে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে নবী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং এই সুসংবাদ দিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু মূসা (আ.)-কে এই কথা বলে ঃ

'তাদের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে।'

এখানে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে নবীরূপে বা উম্মতিরূপে পুনরাগমন করার যে প্রার্থনা মূসা (আ.) করেছেন, তা কবুল করেননি আল্লাহ্তাআলা। কবুল করেননি এইজন্য যে, নবীরূপে মূসা (আ.)-এর আগমন ঘটে গেছে পূর্বেই। সুতরাং পূববর্তী কোন নবীই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে কোনভাবেই শামিল হতে পারবেন না। না নবীরূপে, না উম্মতিরূপে।

ঃ ঈসা (আ.) নাকি দোয়া করেছিলেন আঁ-হযরত (সা.)-এর উম্মত হওয়ার জন্যে?

না, ঈসা (আ.)-এর এইরূপ দোয়া করার কথা কোথাও নেই। আছে যা, তা ঐ মূসা (আ.)-এর দোয়া। সম্ভবতঃ এটাই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ঈসা (আ.)-এর দোয়া বলে। কুরআন শরীফ তো এ ব্যাপারে অত্যন্ত পরিস্কার যে, ঈসা (আ.)-এর ওফাৎ বা স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে গেছে পরিণত বয়সে। (৩ : ৫৬; ৫ : ১১৭-১১৮)।

আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন ঃ

'মূসা ও ঈসা (আ.) বেঁচে থাকলে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাদের উপায় থাকতো না।' (তফসীর ঃ ইবনে কাসীর ঃ খন্ড ২, পৃঃ ২৪৬)।

তদুপরি, এঁরা তো ছিলেন কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের জন্য নবী। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য তাঁদের কোনও দায়-দায়িত্ব ছিল না, নেই; না ইহকালে, না পরকালে। কেয়ামতের দিনে তাঁদেরকে ডাকা হবে তাদের উম্মতের সাক্ষ্যদান করতে। প্রত্যেক নবীকেই ডাকা হবে তাঁদের প্রত্যেকের স্ব স্ব উম্মতের জন্য (৪ : ৪২)। এক নবীকে অন্য উম্মতের জন্য ডাকা হবে না।

যাহোক বলছিলাম যে, আলোচ্য হাদীস থেকে এই সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকে উম্মতি নবী হবে। এবং এটাই প্রধানতঃ এই উম্মতের উৎকৃষ্ট বা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার প্রকাশ্য প্রমাণ।

আঁ-হযরত (সা.)-এর শিশু পুত্র ইব্রাহীম বেঁচে থাকলে নবী হতেন। কেননা, তাঁর মৃত্যুতে আঁ-হযরত (সা.) বলেছিলেন ঃ

"ইব্রাহীম বেঁচে থাকলে সত্য নবী হতো।"

প্রশ্ন কর্তা ঃ ইব্রাহীমের মৃত্যু হয়েছে শিশু অবস্থায় কারণ, খাতামান্নবীঈনের পর কেউ নবী হবেন না।

উত্তর দাতা ঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, 'খাতামান্নবীঈন' হওয়ার পর আঁ-হযরত (সা.)-এর কোনও পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়াটা একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। এবং এই মারাত্মক ভুল করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। কাজেই, এই ভুল সংশোধনের জন্যই আল্লাহ্ শিশু ইব্রাহীমের মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

ঃ না, ঠিক তা বলছিলাম না।

আঁ-হযরত (সা.)-এর এই কথাটি সম্পূর্ণ ইতিবাচক, এর নেতিবাচক ব্যাখ্যার কোনও অবকাশ নেই। মনে রাখবেন, ইব্রাহীমের মৃত্যু হয়েছিল 'খাতামান্নবীঈন' সংক্রান্ত আয়াত নাযেল হওয়ার পরে। সুতরাং আপনাদের বুঝ মত, 'খাতামান্নবীঈন' অর্থ 'শেষ নবী' নয়।

ঃ কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) তো বলেছিলেন ঃ

'লা নবীয়া বাদী'–আমার পরে নবী নাই।

ঃ হ্যাঁ, বলেছেন, কিন্তু, এখানে 'নবী' বলতে তো আপনারা বুঝেন (১) শরীয়তওয়ালা নবী (২) শরীয়ত ছাড়া নবী।

ঃ হ্যাঁ তাই।

ঃ তাই যদি হয়, তাহলে আমরাও বলি যে, রসূলে পাক (সা.)-এর পরে নবী নাই, এবং তিনিই শেষ নবী।

ঃ কিন্তু, মির্যা সাহেব তো নবুওয়তের দাবীদার।

ঃ মির্যা সাহেবের দাবী তো 'উম্মতি নবীর'; তাঁর দাবী না শরীয়তওয়ালা নবীর, না শরীয়ত ছাড়া স্বাধীন নবীর।

ঃ উম্মতি নবীর দাবীটা কি 'লা নবীয়া বাদীর' পরিপন্থী নয়?

ঃ না, নয়।

ঃ এটা আপনাদের কথা।

ঃ এটা বুযুর্গানে উম্মতেরও কথা

ঃ যেমন

ঃ যেমন – স্বনামধন্য দার্শনিক শায়খুল আকবর হযরত মুহী উদ্দীন ইবনুল আরাবী (ওফাত ৬৩৮ হিঃ) বলেছেন ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনে যে নবুওয়ত বন্ধ হয়ে গেছে তা শুধু শরীয়ত আনয়নকারী নবুওয়ত এবং নবী করীম (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া প্রত্যেক্ষ নবুওয়ত;

নবুওয়তের মোকাম নয়। সুতরাং, এখন কোন শরীয়ত আর আসবে না যা আঁ-হযরত (সা.)-এর শরীয়তকে রহিত করতে পারবে, কিংবা তাঁর শরীয়তের মধ্যে কোন আদেশ বৃদ্ধি করবে। এবং এটাই হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই কথার অর্থ যেখানে তিনি বলেছেন ঃ যে, 'ইন্নার রেসালাতা ওয়ান্নবুওয়াতা কাদ ইনকাতায়াত ফালা রসূলা বাদী ওয়ালা নবীয়া।' অর্থাৎ ভবিষ্যতে এমন কোন নবী হতে পারবে না, যে আমার বিরোধী হবে, বরং যখনই কেউ নবী হবে সে আমার শরীয়তের অধীনে হবে।" (ফতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খন্ড, পৃ ৩)।

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"সুতরাং নবুওয়ত সম্পূর্ণরূপে উঠে যায় নি। এজন্যই আমরা বলেছি যে, তশরিয়ী (শরীয়তওয়ালা) নবুওয়ত উঠে গেছে। এবং এটাই হচ্ছে–'লা নবীয়া বাদী' হাদীসের অর্থ' (প্রাগুক্তঃ পৃঃ ৬৪)।

বলা বাহুল্য, এটাই যে, 'লা নবীয়া বাদী' হাদীসের প্রকৃত অর্থ তার একটি প্রধান সনদ হচ্ছে – ইব্রাহীম বেঁচে থাকলে সত্য নবী হতো' হাদীসটি এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সে কথাটি ঃ

'তাঁকে (সা.) খাতামুন্নবীঈন বলিও কিন্তু একথা বলিও না যে, তাঁর (সা.) পরে কোন নবী নাই।'

[৪]

প্রশ্ন ঃ 'খাতামান্নবীঈন' অর্থ কি তাহলে 'নবীগণের শেষ' বা 'সর্বশেষ নবী' নয়?

উত্তর ঃ দেখুন, 'খাতাম' শব্দের অর্থ যদি 'শেষ' হয়, তবেই না, 'খাতামান্নবীঈন' অর্থ হবে নবীগণের শেষ। কিন্তু 'খাতাম' অর্থ তো 'শেষ' নয়।

ঃ সবাই তো 'খাতাম' অর্থ 'শেষ' করেন।

ঃ 'খতম' অর্থ সবাই 'শেষ' করুন না, তাতে কি?

ঃ মানে?

ঃ মানে, শব্দটা 'খতম' নয় 'খাতাম'

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থাৎ ঃ জের, জবর, বা আকার, ইকারে শব্দার্থের যে কম বেশী হয়, তা তো জানা কথাই।

ঃ এখানেও কি তাই হয়েছে?

ঃ অবশ্যই।

তাঁরা 'খাতাম' শব্দের অর্থ 'শেষ' দেখাতে পারেন না; পারেন না এ জন্যই যে, 'খাতাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'শেষ' নয়। কিন্তু, তাঁরা 'খাতাম' শব্দকে 'খাতেম' ধরে নিয়ে এর অর্থ করেন 'শেষকারী' বা 'সমাপ্তকারী'। প্রশ্ন হচ্ছে, 'খাতাম' অর্থ যদি 'শেষ' বা 'সমাপ্তি' হয় তবেই নয় 'খাতেম' অর্থ 'শেষকারী' বা 'সমপ্তিকারী' হতে

পারবে। কিন্তু, 'খাতেম' অর্থ শেষ না হলেও তাঁরা 'খাতেম' অর্থ 'শেষকারী' বা 'সমাপ্তিকারী' ধরে নিয়েছেন এবং 'খাতামান্নবীঈন'কে 'খাতেমান্নবীঈন'-এ রূপান্তরিত করে এর অর্থ করেছেন 'নবীগণের শেষকারী' বা 'নবীগণের সমাপ্তকারী।' এখানে একে তো তাঁরা আল্লাহ্‌র কথার উপরে হস্তক্ষেপ করেছেন, দ্বিতীয়ত ঃ তাঁরা তাঁদের প্রবর্তিত শব্দটির অর্থ 'নবীগণের শেষ' করে নিয়ে সেটাকে আরেকটু টেনে নিয়ে করেছেন 'শেষ নবী' বা 'সর্বশেষ নবী'।

অতঃপর তাঁদের এই কৃত অর্থটাই প্রয়োগ করে চলেছেন সর্বত্রই। অর্থাৎ, 'খাতামান্নবীঈন' এর যে প্রকৃত অর্থ ঃ 'নবীগণের মোহর' তা বাদ দিয়ে, তাঁদের সুবিধার্থে বানানো 'শেষ নবী' করে নিয়ে বাহাছ করে চলেছেন। কিন্তু, এতে সত্যান্বেষী যারা তাদের কিছু যাবেও না, আসবেও না।

ঃ তাই নাকি?

ঃ নয় তো কি? কেননা, 'শেষ নবী' বলতে তারা যা বলতে চান তা হচ্ছে–হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন তাশরিয়ী (শরীয়তওয়ালা) নবীগণের শেষ এবং গায়ের তাশ্‌রিয়ী (শরীয়ত ছাড়া স্বতন্ত্র) নবীগণেরও শেষ। **কিন্তু মির্যা সাহেব এই উভয় প্রকার নবুওয়তের কোনও প্রকারেরই দাবী করেন নি। তাঁর দাবী হচ্ছে তিনি উম্মতি নবী'।**

ঃ কিন্তু, মির্যা সাহেব তো 'গায়ের তাশরিয়ী' নবী হওয়ার দাবী করেছেন।

ঃ এই গায়ের 'তাশরিয়ী নবী' বলতে তো আপনারা বুঝেন সেই সকল নবীকে যাঁদের উপরে কোনও শরীয়ত নাযিল হয়নি এবং যাঁরা সরাসরি আল্লাহ্‌ কর্তৃক মনোনীত এবং নিয়োজিত। যেমন ঃ ইসমাঈল (আ.) সোলায়মান (আ.), হারুন (আ.), তাই না?

ঃ হ্যাঁ তাই।

ঃ কিন্তু, অনুরূপ অর্থে মির্যা সাহেব, 'গায়ের তাশরিয়ী' নবী নন। তিনি রসূলে পাক (সা.)-এর শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্যকারী এবং সেই শরীয়তেরই পুন:প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকারী। কেননা, তিনি রসূলে পাক (সা.)-এর উম্মতি, বিধায় তিনি গায়ের তাশরিয়ী এবং উম্মতি নবী।

ঃ তাহলে, বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে?

বিষয়টা এই দাঁড়াচ্ছে যে, তাঁদের অর্থ মোতাবেক 'খাতামুন্নবীঈন' এর অর্থ 'শেষ নবী' ধরে নিলেও কিছু যায় আসে না। কেননা তাঁরা 'শেষ নবী' বলতে যে যে শ্রেণীর নবী ও নবুওয়তের কথা বুঝেন ও বলেন, তার কোন শ্রেণীর নবী বা নবুওয়তের দাবীই করেননি মির্যা সাহেব (আ.)।

ঃ তাহলে, 'খাতাম' শব্দের অর্থ আপনারা করেন?

ঃ আমরা করি না। আঁ-হযরত (সা.) যা করেন, আমরা তা-ই মানি।

ঃ কি অর্থ তিনি করেছেন?

ঃ তিনি (সা.) বলেছেন ঃ
'আমি খাতামুল আম্বিয়া,
তুমি, হে আলী! খাতামুল আউলিয়া'
আমি নবীগণের খাতাম,
তুমি, হে আলী! ওলীগণের খাতাম।
এখানে হযরত আলীকে (রা.) বলা হয়েছে ওলীগণের খাতাম। অর্থ কি তিনি (রা.) ওলীগণের শেষ বা সর্বশেষ ওলী!
ঃ না, তা কী করে হয়?
ঃ তাঁরা 'খাতামুন্নবীঈন'-এর জন্যে 'খতমে নবুও'ত'-এর আন্দোলন করেন, কিন্তু 'খাতামুল আউলিয়া'-এর জন্যে 'খতমে বেলায়েত'-এর আন্দোলন করেন না কেন?
ঃ আমি এর কি জবাব দিব? ওঁরাই না দেবেন।
উঃ জবাব ওঁরাও দিতে পারবেন না।
আচ্ছা, ওঁরা যদি 'তাহফ্ফুজে খতমে নবুও'ত' নামে সংগঠন করে নবুও'তের খতমিয়াৎ বা শেষত্ব রক্ষার জন্যে আন্দোলন করতে পারেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে পারেন, তাহলে 'তাহফ্ফুজে খতমে বেলায়েত' নামে সংগঠন করে বেলায়েতের খতমিয়াৎ বা শেষত্ব রক্ষার জন্যে আন্দোলন করেন না কেন?
প্র ঃ তা করলে তো তাঁদেরকে বলতে হবে যে, খাতামুল আউলিয়া হযরত আলীর (রা.) পরে আর কোন ওলী নেই।
উ ঃ বলুন না, তা-ই বলুন। খতমে নবুও'তের বেলায় যদি বলতে পারেন যে, আর নবী নাই, তাহলে খতমে বেলায়েতের বেলায়ও বলতে পারবেন, আর ওলী নেই।
প্র ঃ না, তা কি করে হয়। হযরত আলীর (রা.) পরে তো বহু ওলী এসেছেন উম্মতের মধ্যে। ভবিষ্যতেও আসবেন। কাজেই 'খতমে বেলায়েত'-এর অনুরূপ আন্দোলন করলে তো তার বিরুদ্ধে সব পীর-মুর্শিদরাই খানকাহ্ ছেড়ে লাঠি-সোটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়বেন।
উ ঃ কিন্তু, যারা পীর মুরিদীর ঘোরতর বিরোধী তারা যে, 'খতমে বেলায়েত'-এরও আন্দোলন করবেন না, তার নিশ্চয়তা কি?
প্রশ্ন ঃ কিন্তু, তাঁরা 'খতমে বেলায়েত'-এর অর্থ 'বেলায়েতের শেষ' করলেও, তা চালাতে পারবেন না।
উ ঃ তাহলে এখন আপনিই বলুন, 'খাতাম'-এর অর্থ কি?
প্র ঃ মানে হয়, 'খাতাম'-এর অর্থ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ।
ঃ মনে হয় কেন? এটাই খাতাম এর অর্থ। এবং এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন রসূলে পাক (সা.)। 'খাতাম'-এর এই অর্থই করা হয় আরবী ভাষায় ও সাহিত্যে সর্বত্র। যেমন শ্রেষ্ঠ কবিকে বলা হয় খাতামুশ্ শোয়ারা।

ঃ কিন্তু, 'খাতাম'-এর অর্থ আপনি তো করেছেন 'মোহর'।
ঃ হ্যাঁ, 'মোহর' হচ্ছে 'খাতাম'-এর ঠিক আভিধানিক অর্থ।
ঃ তাহলে 'খাতামান্নবীঈন' কথাটির অর্থ হবে 'নবীগণের মোহর'। আঁ-হযরত (সা.) কে নবীগণের শ্রেষ্ঠ বা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলার তাৎপর্য তো বুঝি, কিন্তু তিনি নবীগণের মোহর এ কথার তাৎপর্য কি?
ঃ মোহরের কাজ কি?
ঃ সত্যতা সাব্যস্ত করা বা সত্যায়ন করা।
ঃ হ্যাঁ ঠিক তাই। আঁ-হযরত (সা.) হচ্ছেন নবীগণের সত্যায়নকারী।
ঃ কিভাবে।
ঃ প্রথমতঃ তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যায়নকারী। অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতার ও পবিত্রতার সার্টিফিকেট দানকারী। নইলে, বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থে নবীদের যে বিকৃত চিত্র বর্ণিত আছে তাতে তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র নবী তো দূরের কথা সাধারণ সৎ লোক হিসেবেও গণ্য করা যেত না।
দ্বিতীয়ত ঃ তাঁর (সা.) পরবর্তীতে যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করবে তাঁর উপরে তাঁর (সা.) নবুওয়তের মোহরের পূর্ণছাপ থাকতে হবে।
ঃ একটু বিস্তারিত বলুন।
ঃ আঁ-হযরত (সা.)-এর পরে যে ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করবেন, তাঁর জন্য শর্ত এটাই যে, তাঁকে আঁ-হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যকারী উম্মতি হতে হবে, অন্যথায় হবে না। নবুওয়তে মুহাম্মদীয়ার ভেতরে অবস্থান করেই তাঁকে নবী হতে হবে, এছাড়া, নবী হওয়ার বাকী সকল দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য কথায়, 'ফানা ফির রসূল'-এর পথ ছাড়া নবুওয়ত লাভের আর কোনও পথ নেই। এই মোকামে সম্পূর্ণরূপে ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সত্তায় মুহাম্মদীয়াতের পূর্ণছাপ অঙ্কিত হবে, এবং সেই ব্যক্তি 'মুহাম্মদী' সত্তার পূর্ণ-প্রতিবিম্ব হবেন, এবং তখন তিনি প্রতিবিম্বাকারে নবী হবেন। এই অবস্থাকেই বলে যিল্লী বা বরুজী। এইরূপে, মুহাম্মদীয়াতের গুণে গুণান্বিত বা মুহাম্মদীয়াতের রঙে রঙিন হয়ে ওঠাই হচ্ছে নবুওয়তে মুহাম্মদীয়ার দ্বারা মোহরাঙ্কিত হওয়া। এবং এটাই হচ্ছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে উম্মতি নবী হওয়ার স্বপক্ষে সত্যায়ন। এই বিষয়টার রূহানী তাৎপর্য তাঁরা অনুধাবন করতে চান না। তাই, তাঁরা খাতামান্নবীঈনকে খাতেমান্নবীঈন করে নিয়ে এর অর্থ করেন সর্বশেষ নবী। অথচ 'খতমে নবুওতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, নবুওয়তের শেষ হয়েছে, কিন্তু নবীর শেষ হয়নি।
ঃ কি বলতে চান আপনি?
বলতে চাই যে, তাঁরা তো বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আ.) মারা যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর 'পুনরাগমনে' বিশ্বাস করেন।

ঃ হ্যাঁ করেন, তবে.....
ঃ তবে, তিনি তখন 'নবী' থাকবেন না, এই তো বিশ্বাস?
ঃ হ্যাঁ, ঠিক তাই। তখন তাঁর 'নবী' পদমর্যাদা থাকবে না।
ঃ তা-ই যদি হয়, তাহলে, তাঁদের বিশ্বাস মতে তিনি যখন মারা যাবেন, তখন তো তিনি অ-নবী হিসেবেই মারা যাবেন।
ঃ 'নবী' না থাকলে তো তা-ই হয়।
ঃ তাহলে, তিনি অ-নবী হিসেবে মারা গেলে পরে তাঁকে কেয়ামতের দিন কি পুনরায় নবুওয়ত দান করার কথা আছে?
ঃ না, তা তো, নেই।
ঃ তাহলে, কেয়ামতের দিন কি ঈসা (আ.) নবী থাকবেন না?
ঃ তা কি করে হয়।
ঃ যদি তা না-ই হয়, তাহলে ঈসা (আ.) কে নবী পদ-মর্যাদা থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে অপদস্থ করার অধিকার কে দিয়েছে তাদেরকে? কে তাঁর (আ.) খোদার দেওয়া নবী পদকে বাতিল বা মনসুখ করার অধিকার রাখে?
ঃ তারা অবশ্য, বলেন যে, ঈসা (আ.) কে আঁ-হযরত (সা.)-এর পূর্বেই নবুওয়ত দান করা হয়েছে, তাই তাঁর (আ.) পুনরাগমনে 'খাতামান্নবীঈন'-এর কোন হেরফের হবে না।
ঃ ঈসা (আ.) কে বা অন্য কোন নবীকে আঁ-হযরত (সা.)-এর পূর্বে নবুওয়ত দান করা হয়েছে– এই কথাটা তো অন্ধকারের কথা। আঁ-হযরত (সা.) তো প্রথম সৃষ্টি, প্রথম নবী। তাঁর কথায় ঃ
'আদম যখন কাদাপানিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, তখনও আমি খাতামান্নবীঈন ছিলাম" (সর্বস্বীকৃত)।
ঃ তারা বলেন যে, 'নবীগণের মোহর' মানে নবীগণকে মোহর মেরে বা (Sealed) সীল্ড্ করে দেওয়া হয়েছে?
ঃ নবীগণকে সীল্ড্ করার অর্থ কি কোন ঘরে আবদ্ধ করে দরজা সীল্ড্ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?
ঃ না, তা নয়। তবে, তারা বলতে চান যে, নবীগণের আগমনের দরজা সীলড্ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?
ঃ তাহলে তো, ঈসা (আ.)ও আসতে পারবেন না। দরজা তো সীলড্ করা, তিনি ঢুকবেন কি করে। সেক্ষেত্রে, তাঁদের ঐ তথাকথিত বিশ্বাসটার কি হবে? আসলে, বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা (আ.)-এর অদ্যাবধি আকাশে কোথাও বেঁচে থাকার ঐ বিশ্বাসটা একটা আজগুবী খেয়াল মাত্র। এবং ঐ খেয়ালটার না আছে কুরআন – হাদীসের কোনও ভিত্তি, না কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি। এই কু-বিশ্বাসটা ইসলামী সাহিত্যে

ঢুকিয়েছে পাদ্রী-পন্ডিতরাই। ওটা একটা অন্ধ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে, এই উম্মতের যিনি মাহদী তিনিই সদৃশ অর্থে ঈসা (আ.)। তাই, হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

'লাল্ মাহদী ইল্লা ঈসা ইব্নে মরিয়ম।'

অর্থাৎ যিনি ইমাম মাহ্দী, তিনিই ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং তিনি এই উম্মতেরই মধ্য হতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)। বস্তুতঃ

এটাই হচ্ছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবী। তাঁর নিজের কথায় ঃ

"আমি বার বার জোরের সঙ্গে বলেছি যে, আমার প্রতি যে সমস্ত ওহী ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে সে সবই নিশ্চিতরূপেই খোদার কালাম, ঠিক সেইভাবে, যেভাবে পবিত্র কুরআন ও তৌরাত খোদার কালাম। এবং প্রতিবিম্বের আকারে আমি একজন খোদার নবী। ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান আমাকে মানতে বাধ্য এবং মসীহ্ মাওউদ' হিসেবে মানতেও বাধ্য ...খোদা আমার সমর্থনে দশ সহস্রাধিক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। কুরআন আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছে, রসূলে পাক (সা.) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছেন।" (তোহ্ফাতুন্ নাদওয়া)।

"আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান আমাকে দুইটি উপাধি দান করেছেন, আমার একটি উপাধি হচ্ছে অনুসারী-যার ইংগিত রয়েছে আমার নাম 'গোলাম আহ্মদ' এর মধ্যে। আমার দ্বিতীয় উপাধি-প্রতিবিম্ব-নবী (উম্মতি-নবী বা যিল্লী-নবী।" (যামিমা বারাহীনে আহমদীয়া)

"আমার পক্ষে যমিনও সাক্ষ্য দান করেছে এবং আসমানও। একইভাবে আমার জন্য আসমানও বলেছে এবং যমীনও বলেছে যে, আমি খলীফাতুল্লাহ্।" (এক গলতি কা ইজালা)

"এবং যে যে স্থানে আমি নবুওয়ত ও রেসালাত সম্পর্কে অস্বীকার জ্ঞাপন করেছি, তা শুধু এই অর্থে করেছি যে, না আমি স্বতন্ত্র কোন শরীয়তবাহী নবী এবং না আমি স্বীয় অধিকারে কোন নবী। বরং তা এই যে, আমি আমার রসূলে মুক্তেদা (সা.) থেকে বাতেনী ফয়েয বা গুপ্ত কল্যাণরাজি হাসিল করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে তাঁরই মাধ্যমে আমি খোদার কাছে থেকে গায়েবের জ্ঞান লাভ করেছি, তাই আমি রসূল ও নবী। কিন্তু আমার কোন নতুন শরীয়ত নেই।" (এক গল্তি কা ইজালা)।

"হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এবং তা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদা তাআলার তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর এই সকল আশিষ ও কল্যাণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়নি বরং আসমানে এক পবিত্র অস্তিত্ব আছেন যাঁর রূহানী ফয়েয বা আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের। তাঁর উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুণ্ন রেখে এবং তাঁর মধ্যে

বিলীন হয়ে তাঁর মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত হয়ে আমি রসূলও হয়েছি, অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছি, এবং খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ লাভকারীও হয়েছি। এবং এর দরুণ খাতামান্নবীঈনের মোহর অক্ষুন্ন রয়েছে। কেননা, আমি প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বরূপে প্রেমের আয়নার মধ্য দিয়ে ঐ নাম লাভ করেছি।" (এক গল্‌তি কা ইজালা)।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুষ্টামি করে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, আমি নবুওয়ত ও রেসালাতের দাবীদার, সে মিথ্যাবাদী, এবং এই জাতীয় ধারণা অপবিত্র। বুরুজী (প্রতিবিম্ব) আকারে আমাকে নবী ও রসূল করা হয়েছে। এবং এইভাবে খোদা বার বার আমার নাম নবীউল্লাহ্ এবং রসূলুল্লাহ্ রেখেছেন, কিন্তু বুরুজী আকারে। এর মধ্যে আমার নফস বা সত্তা নেই, আছেন মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এই কারণে আমার নাম মুহাম্মদ এবং আহমদ হয়েছে। সুতরাং নবুওয়ত ও রেসালাত অপর কারও নিকট যায়নি, মুহাম্মদ (সা.)-এর জিনিস মুহাম্মদ (সা.) এর নিকটেই রয়ে গেছে ঃ আলাইহে সালাতো ওয়াসসালাম।"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হতাম, এবং তাঁর অনুসারী না হতাম, অথচ আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন যদি দুনিয়ার সমস্ত পর্বতের সমানও হতো, তথাপি আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ কিংবা তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না। কেননা, এখন কোনও শরীয়তবাহী নবী আসতে পারে না। কিন্তু শরীয়ত ছাড়া কোন নবী আসতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি রসূল করীম (সা.) এর অনুসারী হন। এইভাবে আমি একই সঙ্গে একজন উম্মতিও একজন নবীও। আমার নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তের প্রতিবিম্ব। তাঁর নবুওয়ত বাদ দিয়ে আমার নবুওয়তের কোনও অস্তিত্ব নেই। এ তো সেই মুহাম্মদী নবুওয়ত যা আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।" (তাযাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)।

[৫]

প্রশ্ন কর্তা ঃ ইমাম মাহদী (আ.) তো আবির্ভূত হবেন 'আখেরী যামানায়?'

উত্তর দাতা ঃ এই আখেরী যামানাটি আসবে কখন?

প্রশ্ন ঃ যখন মানুষের ঈমান আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে।

ঃ কোন যামানার মানুষ কি নিজেরা স্বীকার করবে যে, তাদের ঈমান আমল নষ্ট হয়ে গেছে? কোন আলেম কী স্বীকার করবেন কখনও যে, তিনি 'আকাশের নীচে নিকৃষ্ট জীবে' পরিণত হয়েছেন?

ঃ তা কি আর কেউ করতে চাইবে।

ঃ তাহলে?

ঃ 'আলামত' বা চিহ্ন দেখে বুঝতে হবে।

ঃ এই আলামতগুলো কি কি?

ঃ তখন দুনিয়াতে আর 'আল্লাহ্' বলার বা মানার কেউ থাকবে না।
ঃ দেখুন, আল্লাহকে বহু লোকে অস্বীকার করলেও, কোনও লোকই থাকবে না 'আল্লাহ্' বলার বা মানার এমন কথা বলবেন না। এতে, এই কথাই প্রকারান্তরে বলা হবে যে, 'আল্লাহ্' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছেন। লক্ষ লক্ষ নবী রসূল পাঠিয়েও কিছু করতে পারেন নি, এমনকি তাঁর অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতে পারেন নি।
ঃ না, তা নয়। বলছিলাম কি যে, প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ মানার লোক পাওয়া মুশকিল হবে।
ঃ মুশকিল কি এখনও কিছু কম? এক শ' বছর আগে তো আরও বেশী মুশকিল ছিল। নাস্তিকতা যখন একটা প্রকাশ্য দর্শনের রূপ পেয়েছিল।
প্রশ্ন ঃ তাহলে পরিস্কার বুঝবো কি করে? আখেরী যামানার প্রকৃত সংজ্ঞা কি হবে।
উত্তর ঃ হ্যাঁ প্রশ্ন এটাই। আখেরী যামানার একটা সংজ্ঞা থাকতে হবে, একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা। রূপ ও বৈশিষ্ট্য। আখেরী যামানার কোনও Vague বা অস্পষ্ট ধারণা থাকলে চলবে না।
ঃ তাহলে সেটা কি?
ঃ সেটা তা-ই, যা কুরআন করীমে আছে, আছে হাদীস শরীফে।
ঃ কি আছে কুরআন হাদীসে?
ঃ আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন যে, তাঁর শতাব্দী সর্বোত্তম, অতঃপর তার পরের শতাব্দী উত্তম, অতঃপর তার পরের শতাব্দীও উত্তম। অতঃপর মিথ্যার প্রসার ঘটতে থাকবে। এবং কুরআন করীমে আল্লাহ্ বলেছেন যে, প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহ্র হুকুম বা শরীয়ত (Law) উঠে যাবে একদিনে, যা কিনা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর। অর্থাৎ, ঐ তিন শ বছর এবং এই এক হাজার বছর, মোট তেরশ বছর পরে পুনরায় ধর্ম সঞ্জীবিত করা হবে। এজন্যই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের কাল হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী।
প্রশ্ন ঃ কিন্তু, কেউ কেউ বলেন, একদিনের এই হিসাবটার উপরে নির্ভর করা যায় না। কেননা, কুরআনের মতে একদিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছরও হতে পারে।
উত্তর ঃ দেখুন, পঞ্চাশ হাজার এবং দশ হাজারের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সূরা সাজ্দাতে আছে 'হুকুম' (শরীয়ত Law) উঠে যাওয়ার কথা ঐ এক হাজার বছরে। পক্ষান্তরে, জিব্রাঈল ও ফেরেশতাদের আল্লাহ্র সমীপে পৌঁছাবার সময় বলা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার বছর (৭০ : ৫)। বস্তুতঃ এই আখেরী যামানার প্রকাশ্য পরিচিতি দেওয়া আছে কুরআন করীমে এবং হাদীস শরীফে, যার বয়ান আমরা বার বার দিয়ে এসেছি আমাদের পুঁথি-পুস্তকে।
প্রশ্ন ঃ একটু সংক্ষেপে বলুন না!
উত্তর ঃ যেমন, কুরআন করীমে (সূরা তাকবির) আছে–

পর্বতসমূহকে চালিত করা হবে (ডিনামাইট ইত্যাদির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে); দশমাসের গর্ভবতী উটনীগুলো পরিত্যক্ত হবে (বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হবে না); বন্য জন্তু জানোয়ারকে একত্রিত করা হবে (চিড়িয়াখানা নির্মিত হবে); নদীগুলোকে শুকিয়ে ফেলা হবে (সিঞ্চন, জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার দ্বারা); যখন জীবন্ত বালিকাকে কবর দেওয়া হলে প্রশ্ন করা হবে, কি অপরাধে তাকে সমাধিস্থ করা হলো (আইন কানুন ও মানবাধিকারের উন্নতি হবে); পুঁথি-পুস্তকের ব্যাপক ও বিপুল প্রকাশ ও প্রচার হবে; আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে (মানুষ মহাশূন্যে পাড়ি জমাবে);....ইত্যাদি ।

হাদীস শরীফে আছে– ইসলাম থাকবে শুধু নামে মাত্র; শুধু রেওয়াজ হিসেবে কুরআন পাঠ করা হবে; বড় বড় মসজিদ নির্মিত হবে, কিন্তু হেদায়াতের দিক থেকে সেগুলো খারাপ হবে; আলেমরা আকাশের নীচে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে; ফেৎনা ফাসাদ তাদের মধ্য থেকেই বের হবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে; ইত্যাদি । এছাড়াও, পীরপূজা, কবর পূজার প্রচলন হবে; পাপ, অনাচার, কুসংস্কার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে; নাচ-গান গায়িকার ও বাদ্যযন্ত্রের (পপ, ডিসকো র‍্যালী) প্রভাব বৃদ্ধি পাবে; সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া বৃদ্ধি পাবে; উম্মতের লোকেরা ইহুদী চরিত্রের অনুসরণ করবে....ইত্যাদি....ইত্যাদি । এখন বলুন, এসব কি ঘটেনি?

প্রশ্ন ঃ ঘটেছে বলতে হবে ।

উ ঃ তাহলে, বলতে হবে যে, গোটা উম্মত তথা মানবজাতি নিদারুণ আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত, অথচ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক নেই ।

প্রশ্ন ঃ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক নেই । কিন্তু, তা তো হতে পারে না ।

উ ঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারাও প্রমাণিত যে, এটাই আখেরী যামানা । কেননা ঘটনাই যামানাকে চিহ্নিত করে, যামানা ঘটনাকে নয় ।

প্র ঃ কিভাবে?

উ ঃ হাদীসে আছে যে, একদিন আঁ-হযরত (সা.) যখন তেলাওয়াত করছিলেন 'আলিফলাম মীম' তখন এক ইহুদী আলেম তা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল এবং বলেছিল যে, যাক! তবে তো ইসলাম স্বল্প সময়ের জন্যই এসেছে । কারণ, আবজদের গণনার ফর্মূলা অনুযায়ী আলিফ লাম মিমের সংখ্যা সমিষ্টি হচ্ছে একাত্তর (আলিফ=১+লাম=৩০+মীম=৪০ =৭১ আঁ-হযরত (সা.) ইহুদীর এই প্রতিক্রিয়া জানতে পেরে পাঠ করলেন, আলিফ লাম মিম রা, যার সমিষ্টি ২৭১ । এই পাঠ শুনে ইহুদী চম্‌কে উঠে এবং কেটে পড়ে । বস্তুতঃ এই ২৭১ বছর বা প্রায় তিন শতাব্দী ছিল ইসলামের ক্রমাগত প্রসার লাভের কাল, বিজয়ের কাল । হাদীসে যে বলা হয়েছে প্রথম তিন শতাব্দী উত্তম এটাই সে কাল । এবং তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পাদে এসেই শুরু হয়েছিল ইসলামের অধ:পতনের যুগ । এটাই সেই সময় যখন স্পেনের উমাইয়া খলীফা বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার বিরুদ্ধে খৃষ্টান নেতা 'পোপ' এর সঙ্গে জোট

বেঁধেছিলেন, এবং অপরপক্ষে, বাগদাদের খলীফা স্পেনের খলীফার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন রোমান সম্রাট কাইজারের সঙ্গে। অতঃপর, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রম অধ:পতন হাজার বছর ধরে। অতঃপর খৃষ্টান শক্তির কাছে মুসলিম শক্তিসমূহের পরাজয় ও পরাভব। অবশেষে, হাল-যামানায়, মাত্র চল্লিশ লক্ষ 'ইহুদীর কাছে একশ' কোটি মুসলমানের পরাভব স্বীকার। এবং বর্তমানে খৃষ্টান শক্তিগুলোর হাতে মুসলিম দেশগুলোর ক্রীড়নকে পরিণতি লাভ এবং প্যাক্ট ও শর্তের শত কঠিন বন্ধনে অসাহায়ত্ব লাভ। অতঃপর সামগ্রিকভাবেও যামানার অবস্থা তখন এই ছিল যে, (এখনও আছে) মানুষ তখন ধর্মকে অধর্মে রূপান্তরিত করেছে, মানুষ তখন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কল্পিত ও মিথ্যা বলেছে, বলেছে আল্লাহ্ মরেছে, এবং তার ব্যাপক প্রচার করেছে কলমের দ্বারা, ধর্মকে বানোয়াট প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে কলমের দ্বারা, নবী-রসূলকে মনে করেছে লৌকিক, ওহী-ইলহাম বা ঐশীবাণীকে বলেছে অন্তর্স্বর বা 'ইনার ভয়েস'.... ইত্যাকার সব কিছুরই জোর বিতর্ক ও প্রচারণা চালিয়েছে তারা কলমের দ্বারাই। কাজেই, ঐ সকল অন্ধকারকে মানববুদ্ধি ও মানবচিত্তের আসমান থেকে অপসারিত করার জন্য এমন একজন নবীর আগমন তখন জরুরী হয়ে পড়েছিল যিনি কলমের দ্বারাই ঐ সমস্ত ভাবনা চিন্তা, ও দর্শনের মোকাবেলা করবেন। এছাড়া আল্লামা বিল কালাম' এর পুর্ণতায় একজন কলমী নবীর আগমনের প্রয়োজন ছিল এ কারণেও যে, নইলে ঐ সকল নাস্তিবাদী ও লোকবাদী কবি, লেখক ও দার্শনিকরা একথা বলতেই থাকতো যে, পৃথিবীতে কোনও লেখাপড়া জানা নবীর আগমন ঘটেনি। এবং আপনি, ঐ সব নাস্তিবাদী, নৈরাশ্যবাদী ও বস্তুবাদী কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের রচনা এবং পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী পাঠ করে দেখুন, দেখবেন তাদের সকল আল্লাহ্ বিরোধী, মানবতা ও মনুষ্যত্ব বিরোধী ও ধর্মবিরোধী কথার জবাব আছে সেখানে, আর অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কেও। সময়ের দিক থেকেও তিনি (আ.) মার্কস, এঞ্জেল্‌স ও নীটশে প্রমুখের সমসাময়িক। এঁদের সকলেরই কার্যকাল ছিল হিজরী তের ও চৌদ্দ শতাব্দী। এসব কারণেও কথা ছিল যে, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভূত হবেন হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এবং সে সময় একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে, হয়েছেও তাই।

প্রশ্ন ঃ না, থাক আর বলতে হবে না। তবে একটা কথা।

উত্তর ঃ কি কথা?

প্র ঃ আপনারা বলছেন মাহ্‌দী ও মসীহ্ একই ব্যক্তি এবং তিনি একজন উম্মতি নবী। কিন্তু মাহ্‌দী (আ.)কে তো বলা হয়েছে 'ইমাম'?

উ ঃ এই যে আপনি বললেন এবং সবাই বলেন যে, মাহদী আলাইহেস সালাম'–এটাই প্রমাণ করে যে, ইমাম মাহ্দীর মোকাম হবে নবুওয়তের মোকাম। কেননা, নবীর নামের পরেই বলা হয় আলাইহেস সালাম।

প্র ঃ কিন্তু, ইদানিং কেউ কেউ 'রহমতুল্লাহে আলাইহে' বলেন।

উ ঃ রহমতুল্লাহে আলাইহে যাঁরা বলেন, তাঁরাও এটা জানেন যে, 'আলইহেস সালাম' বললে, ইমাম মাহ্দীকে নবীরূপেই স্বীকার করা হয়। কিন্তু, তাঁরা ভুলে যান যে, কোন বুযুর্গ ব্যক্তি মারা গেলেই পরে তাঁর নামের শেষে 'রহমতুল্লাহে আলাইহে' বলা হয়। এমনটি হলে, প্রকারান্তরে তাঁরা স্বীকার করেন যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) এসেছেন এবং মারাও গেছেন।

প্র ঃ শিয়ারা তো হযরত আলী (রা.)-এর আরও অনেকের নামের পরে আলাইহেস সালাম বলে থাকেন।

উ ঃ তা বলতে পারেন, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে আলাইহেস সালাম বিশেষভাবে নবীর নামের পরেই বলা হয়। এবং একথা সর্ববাদীসম্মত। অতএব, ইমাম মাহ্দী যিনি তিনি উম্মতের মধ্য হতেই একজন নবী। অর্থাৎ উম্মতি নবী। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে, ইমাম শব্দটিকে নবী অর্থেও ব্যবহার করেছেন আল্লাহ্। কুরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে বলেছেন 'আমি তোমাকে মানুষের ইমাম বানাব'। এবং আল্লাহ্ তাঁকে এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্রদেরকেও ইমাম বানিয়েছেন, অর্থাৎ নবী বানিয়েছেন। সুতরাং, 'ইমাম' শব্দ দেখেই চট করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) নবী হবেন না, তা এক প্রকারের আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা।

ঃ তাহলে, ইমাম কথাটার এক ব্যাপক প্রচলনের কারণ কি?

ঃ কারণ হচ্ছে, প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ্ (আ.) এরই এক উপাধি ইমাম। তাঁর সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.) যে কথাগুলি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে–তিনি অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) হবেন 'ইমামান মাহ্দীয়ান হাকামান আদলান'। অর্থাৎ উম্মতের মসীহ্ মাওউদ (আ.)ই হচ্ছে উম্মতের ইমাম, মাহ্দী, হাকাম ও আদেল। সুতরাং আঁ-হযরত (সা.)-এর ইমামান মাহদীয়ান কথাটি থেকে প্রচলিত হয়েছে ইমাম মাহ্দী কথাটি এবং তা মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরই এক উপাধি। কেননা, প্রতিশ্রুত মসীহকে স্বয়ং রসূলে পাক (সা.) বলেছেন 'নবী উল্লাহ্' (মুসলিম)।

[৬]

মনে রাখবেন, বিষয়টা আসলে তাদের কাছে ধর্মীয় নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লালসাপ্রসূত। নইলে, 'ধর্মে জবরদস্তি নেই' (২ঃ ২৫৭) এই দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁরা ধর্ম নিয়ে ফাসাদ বা কলহ বিদ্রোহ করতেন না। কিন্তু, পরিতাপ যে, এ যামানার ধর্মই হলো আল্লাহ্র রাস্তায় ফাসাদ করা।

প্রশ্ন ঃ কথাটি কি শক্ত হলো না?
উত্তর ঃ কথাটা আমার নয়, কবি ইকবালের। তিনি বলেছেন 'দ্বীনে মোল্লা ফি সাবিলিল্লাহ্ ফাসাদ।'
প্র ঃ আল্লামা ইকবাল নাকি বলেছেন যে, মির্যা সাহেবের দাবীর ফলে উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে?
উ ঃ বলে থাকলে তো এক অর্থে ঠিকই বলেছেন। কেননা, এমনিতেই তো উম্মতের মধ্যে ডজন কয়েক ফের্কা সৃষ্টি হয়ে আছে, তার উপরে আরও একটা? কিন্তু একথা বলার পিছনে স্বার্থ ছিল। তবে, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।
প্রশ্ন ঃ কিন্তু, কবির কথাটা তো ঠিক যে, ফের্কা একটা বেশী হলো।
উত্তর ঃ কিন্তু এমনটি যে হবেই, তা তো হাদীসেই ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল। সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?
প্র ঃ আপনি কি ৭২ বনাম ১ ফের্কার কথা বলছেন?
উ ঃ অবশ্যই। এবং আল্লাহ্র অশেষ ফযলে আমরাই সেই ১ ফের্কা। পাকিস্তানে মৌলবী-মোল্লারা ভূট্টো সাহেবকে দিয়ে বাছাইয়ের কাজটাই করে নিয়েছেন ১৯৭৪ সালে। ফলে, এভাবেই পূর্ণ হয়েছে আঁ-হযরত (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী। এবং বলাই বাহুল্য, আঁ-হযরত (সা.)-এর রায় ছিল ১ ফের্কার পক্ষে এবং ৭২ ফের্কার বিপক্ষে।
প্রশ্ন ঃ তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, আহমদীরাই আজকের দুনিয়াতে খাঁটি মুসলমান।
উ ঃ এবং এটাই উম্মতের ইতিহাস। ইতিহাসের এই অমোঘ আঘাত থেকে বাঁচার জন্যই তাঁরা এখন বলছেন যে, আহমদীরা তো মুসলমানই নয়, তারা তো কাফের, তাদের আবার ফের্কা কি? কিন্তু, তাঁরা পার পাবেন না।
উ ঃ পার পাবেন না?
উ ঃ পার পেতে হলে তো তাঁদেরকে ঐ ১ ফের্কা বাছাই করে নিতে হবে। পারবেন তাঁরা সেই বাছাইটা করতে? প্রত্যেক ফের্কারই তো দাবী হচ্ছে যে, তাঁদের ফের্কাটাই খাঁটি। বাকীগুলো সব নকল, বাতিল। কাজেই, এই বাছাইয়ের কাজটা নেগেটিভ বা নেতিবাচক পন্থায় ছাড়া হওয়ার উপায় ছিল না এবং আখেরে হয়েছেও তাই।
এছাড়া, আরও একটা প্রনিধানযোগ্য বিষয় হলো যে, কুরআন করীমে বলা আছে যে, যারা মু'মিন এবং সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে খেলাফত কায়েম করবেন। আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে, আল্লাহ্র ওয়াদা মাফিক সেই প্রতিশ্রুত খেলাফত ও খলীফা কায়েম রয়েছে এবং থাকবে কেয়মত তক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মধ্যে, যা আর কোন ফের্কার মধ্যে নেই। অতএব.....
প্র ঃ অতএব, আহমদীরাই মুমিন মুসলমান, এই তো?
উ ঃ নয় তো কি? খেলাফতই হচ্ছে ঐ ১ ফের্কার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্র ঃ আচ্ছা জিন্নাহ সাহেবের কি অভিমত ছিল আপনাদের সম্পর্কে?

ঃ অত্যন্ত পরিস্কার অভিমত। তিনি আহমদীদেরকে মুসলমান ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। তাই, তিনি (স্যার) চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খানকে (রা.) পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী করে নিয়েছিলেন। এবং জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব পাকিস্তানের তো বটেই, সমগ্র মুসলিম জাহানের এত খেদমত করেছিলেন যে, ৫/৭টি আরব রাষ্ট্র তাদের দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করেছিল তাঁকে। প্রেসিডেন্ট নাসের মোল্লাদের উস্কানীর জবাবে বলেছিলেন যে, জাফরুল্লাহ্ যদি কাফের হয়, তবে সব মুসলমানই তাঁর মতই কাফের হোক, আমি দোয়া করি।

ঃ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর আব্দুস সালামকে আমাদের বাংলাদেশের মৌলবাদী পত্র-পত্রিকাগুলোও এ যুগের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে ভূয়শী প্রশংসা করেছে। কিন্তু, পাকিস্তানীরাও কি তাই করে? বিশেষ করে জিয়াউল হক? তাঁর আমলেই তো তিনি নোবেল পুরস্কার পান?

হ্যাঁ পাকিস্তানীরাও তাই করেছে এবং করে থাকে। জিয়াউল হকও করেছেন। জগজিৎ সিং লিখেছেন ঃ

However, in 1979 when the award of the Nobel Prize to Salam was announced Ziaul Huq went out of his way to woo him. He invited Salam to visit Pakistan in spite of Salam's affialiation to the Ahmadiyya Jammat.

On arriving in Pakistan Salam did not travel in a commercial airline plane during his official visit. Instead he travelled to Islamabad by a special plane like a Head of State, with a Cabinet Minister in waiting accompaning him as his escort. On meeting Salam. President Ziaul Huq said that, Pakistan was very proud of Salam's achivement, he being the sole Muslim Nobel Laureate from the Islamic world." [দ্র. Jogjit Singh : Abdus Salam (A Biography) P-97]

প্র ঃ ব্যাপার কি?

ঃ ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন, ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক। এবং ধর্মীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে, ধর্ম নির্ধারণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের করণীয় কিছু নেই। ধর্ম তো আর লৌকিক নয়, ধর্ম ঐশী। সুতরাং কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, এটা নির্ধারণ করার এখতিয়ার রাষ্ট্রের নেই, কখনই ছিল না। এই কাজটা একমাত্র খোদা তাআলার। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হলো খোদার উপরে খোদকারী করা। এবং তার পরিণাম যে কী ভয়াবহ তা বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে,

রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়াও তাঁরা একটা সংকট থেকে বাঁচার জন্যেও এই বিরোধিতা করেন, হৈ চৈ করেন।

প্র ঃ কি সেই সংকট?

উ ঃ সংকট হচ্ছে–হাদীস অনুযায়ী প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আগমনের কথা। হিজরী তের শতাব্দী পর্যন্ত মুজাদ্দিদ এলেন চৌদ্দ শতাব্দীতে এলেন না কেন?

প্র ঃ আসেন নি?

ঃ এসেছেন, এবং তিনিই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)।

ঃ কিন্তু, তাঁকে তো তাঁরা মানেন না।

উত্তর ঃ না মানলে তাদেরকে বলতে হবে, চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কে?

প্র ঃ এটা তো দারুন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন?

ঃ এবং জেনে রাখুন, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটার জবাব তাদের কাছে নেই। তাঁরা বলতে পারেন না, কে সেই দাবীদার? বললে তো মির্যা সাহেবের জন্যই রাজনীতির আশ্রয় নেন, হৈ চৈ করেন। কিন্তু, এই হৈ চৈ যে করা হবে, তাও বলা আছে কুরআন শরীফে (দ্রঃ ৪৩ : ৫৮)

[৭]

উত্তর দাতা ঃ আচ্ছা, অনেক কথাই তো হলো। আমি দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করি?

প্রশ্ন কর্তা ঃ করুন না, করুন।

উ ঃ আচ্ছা, কুরআন মজীদের কথাটা কি 'খাতামান্নবীঈন', না 'খাতামান্নবুওয়ত'?

প্র ঃ 'খাতামান্নবীঈন' (সাধারণ পাঠ ঃ খাতামান্নবীঈন)।

উ ঃ তাহলে, 'খাতামান্নবুওয়ত' বলা হচ্ছে কেন? তাও আবার সংক্ষেপ করে উর্দু বাক-ভঙ্গীতে 'খতমে নবুওয়ত', এবং এর উপরে আরোপ করা হচ্ছে তাদের সাকল্য অর্থ?

প্র ঃ মানে, আমাদের আলেমরা হয়তো বলতে চান যে, খতমে নবুওয়ত অর্থই নবীগণের খতম–শেষ।

উ ঃ কিন্তু, তাহলে তো তাঁদের বলা উচিত 'খতমে নবীঈন নয় কি?

প্র ঃ তাই তো বলা উচিত।

উ ঃ কিন্তু, তারা তো 'খতমে নবীঈন' বলেন না' বলেন উর্দূ কায়দায় খতমে নবুও'ত। কিন্তু কেন?

প্র ঃ কেন?

উ ঃ এর মধ্যে এদের একটা মক্কর আছে।

প্র ঃ মক্কর আছে? কি রকম?

উ ঃ মক্করটা হচ্ছে, 'খতমে নবীঈন' বললে তাঁরা আর এ কথা বলতে পারবেন না যে, বনী ইসরাঈলী নবী (আ.)-এর পুনরাগমন হবে।

প্র ঃ কিন্তু, তারা তো বলেন যে, ঈসা (আ.) আবার আসবেন যখন, তখন নবী হিসেবে আসবেন না, আসবেন উম্মতি হিসেবে।
উ ঃ এই কথাটারই মর্মার্থ হচ্ছে, আগমনকারী ঈসা (আ.) স্বতন্ত্র স্বাধীন নবী হিসেবে আসবেন না, আসবেন উম্মতি নবী হিসেবে।
প্র ঃ এটাতো আপনাদের কথা।
উ ঃ এটা তাঁদের আলেমদেরও অনেকের কথা।
যেমন, 'উম্মতি নবী' হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করে এসেছি এক হাদীস।
যেমন, মোহতারম মওলানা আজীজুল হক সাহেব (শায়খুল হাদীস) বলেছেন যে, ঈসা (আ.) উম্মতি হিসেবে আসলেও নবী থাকবেন। (দ্রঃ বুখারী শরীফ ঃ বাংলা তর্জমা ও তফসীর ঃ ৫ম খন্ড পৃঃ ১৬০)।
প্র ঃ ঈসা নবীউল্লাহ্ (আ.)-এর আগমনের কথা মনে রেখেই কি তাঁরা বলেন 'খতমে নবুও'ত? 'খতমে নবীঈন' বলেন না?
উ ঃ এ প্রশ্নের উত্তর তো তারাই দেবেন। আমি দেব কেন? তবে খতমে নবুও'ত বলাতেও তারা একটা বিপাকে পড়ে আছেন।
ঃ আর কি বিপাক?
ঃ খতমে নবুও'ত বলতে তো তারা নবুও'তের 'মোহর' বুঝেন না, বুঝেন নবুও'তের শেষ। তাই না?
ঃ হ্যাঁ তা-ই তো মনে হয়।
ঃ নবীগণের শেষ, আর নবুও'তের শেষ কি একই কথা? এর মধ্যে কি কোনই পার্থক্য নেই?
ঃ কোনই পার্থক্য নেই, এমন কথা বলা তো ঠিক হবে না।
ঃ ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে জেনারেল জিয়উল হকের খতমে আহ্মদীয়াত'-এর অর্থ ছিল আহমদীয়াতকে শেষ করা। খতমে নবুও'ত-এরও অর্থ কি তদ্রূপ নবুও'ত শেষ করা? তারা তো আহমদীয়াতকে শেষ করতে পারে নি, পারবেও না। তাহলে নবুওয়তকে তারা শেষ করবেন কিভাবে? আফসোস! তাঁরা জানেনা যে, তারা কী করছেন।
ঃ কিন্তু, তাঁরা তো বলছেন যে, তাঁরা খতমে নবুওতের হেফযতকারী।
ঃ দেখুন, নবুও'ত এমন কোন বস্তু নয় যে, তা বাহুবলে শেষ করা যায় কিংবা বাহুবলে রক্ষা করা যায়, গলাবাজি করে হেফাজত করা যায়।
প্র ঃ তা. তো...
উ ঃ নবুওতকে তাঁরা যেভাবে রক্ষা করতে চাচ্ছেন সেইভাবে তারা আগে হেফাজত করুন–
(১) সালেহিয়াতের বা সাধুতার,

(২) শাহাদাতের এবং
(৩) সিদ্দীকিয়তের।
কিন্তু, এই সব বিষয় কি আন্দোলন করে হেফাজত করা যায়, এসব তো ব্যক্তি জীবনে অর্জন করার বিষয়। নয় কি?
প্র ঃ তা তো বটেই। এজন্যই তো তাঁরা বলেন যে, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ-উত্তরাধিকারী।
উ ঃ খুব চমৎকার কথা। নবীগণের সেই যে ঐশী বা রূহানী ও আধ্যাত্মিক সম্পদ তাকেই তো বলে নবুওত। এবং এই সম্পদেরই ওয়ারিশীর দাবীদার হচ্ছেন আলেমরা। তাহলে তো, নবুওত শেষ হয়নি। সম্পদ শেষ হয়ে থাকলে, তার আবার ওয়ারিশ কি?
প্র ঃ তাহলে-?
উ ঃ তাহলে, তাঁরা এক মুখে বলছেন 'শেষ হয়ে গেছে', আর এক মুখে বলছেন, 'আমরাই তার ওয়ারিশ'।
প্র ঃ তাই তো দেখছি।
উ ঃ আসলে, অংশীদারিত্বের ঐ দাবীটা কিন্তু বেঠিক নয়। মুশকিলটা হচ্ছে এই যে, তাঁদের এলেম আছে বটে, কিন্তু তাঁদের সেই এলেমের মধ্যে রূহানীয়তের আলোর অভাব আছে, এবং এই কারণেই তারা সেই সম্পদ চিনতে পারছে না। পক্ষান্তরে, যারা সেই সম্পদ চিনেন, তারা তা পাওয়ারও সাধনা করেন এবং খোদার ফযলে তা পানও। এবং এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ
'আমার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাঈলী নবীদের সমান।'
প্র ঃ এই হাদীস থেকে তো প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে বনী ইসরাঈলী নবীগণের সমান নবীর আগমন ঘটবে কিংবা ঘটে গেছে?
উত্তর ঃ দেখুন, কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু.....
প্র ঃ বলুন না, বলুন কি কথা।
উ ঃ কথা হচ্ছে–'উম্মতে মুহাম্মদীয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। এবং এ কারণেই এই উম্মতের মধ্যে এমন অনেক আশেকে রসূল ওলী আল্লাহ্ গুজরে গেছেন, যাঁরা রূহানী জগতে বনী ইসরাঈলী নবীদেরই সমান। কিন্তু, প্রকাশ্যে তাঁদেরকে 'নবী' নামে আখ্যায়িত করা হয়নি, অর্থাৎ সেই বিশেষ মর্যাদা অর্পণ করা হয়নি। কারণ, এই মোকাম ও মর্যাদা এবং তদনুপাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রয়োজন হলে আল্লাহ্তাআলা তাঁর মনোনীত বান্দাকে দান করেন – (৬ : ১২৫)। কিন্তু এটা ঠিক যে, তাঁদেরকে নবুও'তের সম্পদের বড় বড় হিস্যা দান করা হয়েছিল। এবং এই হিস্যা যেহেতু 'মুহাম্মদীয় নবুওয়তের হিস্যা, সেহেতু তা পূর্ববর্তী নবীগণের নবুওয়তের চাইতে বড়

না হলেও সমান তো বটেই। কেননা, পূর্ববর্তী সকল নবুও'তই মুহাম্মদীয় নবুওতের অভ্যন্তরে শামিল।

প্র ঃ তাহলে তো এই উম্মতের এক ব্যক্তিকে, বিশেষ করে যখন তিনি ইমামুজ্জামান এবং আল মাহ্দী তখন তাকে, ঈসা ইবনে মরিয়ম বলাটা তো কোন ব্যাপারই নয়।

উ ঃ এবং এজন্যই বলা হয়েছে ঃ 'লালমাহ্দী ইল্লা ঈসা ইবনে মরিয়ম' (ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া আল্ মাহদী নেই।) এবং এটাই হচ্ছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর দাবী–যে দাবী তাঁকে করতে বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু।

প্র ঃ কিন্তু, তাঁকে তো সবাই মানছে না।

উ ঃ সবাই'কে মানলে তো আর সে ইমাম মাহ্দীকে মানতে পারবে না। আপাততঃ রেশিওটা তো হচ্ছে ৭২ : ১। সবাই মানলে তো খেদমত করার মওকা পাবেন না। ধর্মের এবং মানবতার খেদমতের এটাই তো সময়।

তাদের আলেমদের একটা দাবী হলো যে, কাদিয়ানীদেরকে (আহমদীদেরকে) ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ, আমরা আহমদীরা কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মসজিদ, মুয়াজ্জিন, আযান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারবো না। সাহাবী, খলীফা, আমীরুল মুমেনীন, রাজি আল্লাহ আনহু, আলাইহিস সালাম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আসসালামু আলাইকুম ইত্যাদি কথা ব্যবহার করতে পরবো না। কিন্তু, বলতে পারেন, এই দাবীটার অপর পিঠ কি?

প্র ঃ এই দাবীটার অপর পিঠ হচ্ছে তো, কাদিয়ানীরা কলেমা পড়ে, নামায পড়ে, রোযা করে, যাকাত দেয়, হজ্জ করে.....

উ ঃ তাহলে, এসবে বাধা দান করা কি জায়েজ, বৈধ?

প্র ঃ তারা মনে করে যে, কাদিয়ানীরা মুনাফেকী করে এ সব করে।

উ ঃ শত বৎসর ধরে মুনাফেকী করে? সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক মুনাফেকী করে? মুনাফেকী করে কলেমা প্রচার করে? মুনাফেকী করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে? তাহাজ্জুদ পড়ে? রোযা রাখে.....

প্র ঃ মানুষে মুনাফেকী করে রোযা রাখতে পারবে না।

উ ঃ মানুষে কি মুনাফেকী করে ধর্মের সেবায় জিন্দেগী ওয়াক্ফ করতে পারে? শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে? সারা জীবন প্রতি মাসে চাঁদা দিতে পারে?

প্র ঃ না, পারে না, পারবে না। বাস্তবে তা সম্ভব নয়।

উ ঃ সম্ভব যদি না হয়, তাহলে আহমদীয়াদের মুনাফেক ঠাওরাবার অধিকার কে দিয়েছে তাদেরকে? তারা কি আমাদের হৃদয় চিরে দেখেছে যে, আমরা খাঁটি মুসলমান, না মুনাফেক? কি জবাব দিবে তারা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র কাছে। আল্লাহ্ তো

বলেন আমাদেরকে সৎকর্মশীল মু'মিন, মুসলমান। তিনিই তো খেলাফত কায়েম করেছেন আমাদের মধ্যে।

তাঁদের আরও একটা দাবী হচ্ছে–কাদিয়নীদেরকে চাকুরী থেকে অপসারিত করতে হবে। কিন্তু, কেন? তাদের তো কোন অপরাধের কথা তারা বলতে পারে না। ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের কারণে কি কারো ন্যায্য রুজি-রোজগার বন্ধ করে দেওয়া যায়? এতে কি তাদের হক আছে? তারাই কি রুজি-রুটির মালিক?

প্র ঃ জানি না, এটা তারা বলেন কেন! এতে যে তাদের কি লাভ!

উ ঃ কিছুই না, পাকিস্তানেরও কিছুই লাভ হয়নি, কিছু হানা-হানি, জ্বালাও-পোড়াও হয়েছে, এই পর্যন্তই। এখনও পাকিস্তানে তাদের শত বিরোধিতা ও নির্যাতনের মুখে লোকেরা আহমদী জামাতে যোগদান করছেই। শত শত ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে সেখানে ইসলাম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডনে থেকেই। পাকিস্তানের পরিবেশ ও বিরাজমান পরিস্থিতিতে তাকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে কিন্তু এখন তিনি ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে তাদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। তবলীগের এই ঐশী পদ্ধতি রুখবার কোন পথ আছে কি? এখানে ডিশ এন্টিনার কথা শুনলেই তাঁরা মনে করেন অশ্লীল ছবি। মিথ্যার বেসাতীর কত রূপ!

প্র ঃ তাঁরা এটা বলেন কেন?

উ ঃ আরে, যাঁরা গত ষাটের দশকেও বলেছেন যে, মাইকে আযান দেওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা নাজায়েজ, তাদের ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ প্রচারের কথা বুঝতে কিছুটা সময় লাগবে বৈ কি?

প্র ঃ আচ্ছা, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কি আপনারা ডিশ এন্টিনার অর্থাৎ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন?

উ ঃ জি হ্যাঁ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাতে আহমদীয়ার শাখা ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সংখ্যা বাড়ছেই। এবং প্রায় সর্বত্রই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার কাজের বিস্তৃতি ঘটছে।

প্র ঃ সত্যিই বিস্ময়কর! অভূতপূর্ব ঘটনা।

উ ঃ এবং এই বিস্ময়কর অভূতপূর্ব ঘটনা সম্পাদিত হচ্ছে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্ব-আন্দোলনের মাধ্যমে, ইসলামের বর্তমান খেলাফতের কল্যাণে। এবং যাঁদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর প্রেম আছে, ইসলামের ভালোবাসা আছে, তাদের উচিত কল্পকাহিনী আর কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা এবং ইসলাম প্রচারের এই মহান আন্দোলনে শরীক হওয়া এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র এই ঘোরতর দুর্দিনে কিছু খেদমত করা, কুরবানী করা।

উত্তর দাতা ঃ এ প্রসঙ্গে, সময়ের প্রেক্ষিতে, আরও একটা কথা বলা দরকার।

প্রশ্ন কর্তা ঃ বলুন।

উ ঃ পাকিস্তান-বিরোধী মওলানা মওদুদী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানে পাড়ি জমান। এবং তিনি ও তাঁর দল জামাতে ইসলামী অন্যান্য উগ্র মৌলবাদীদেরকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানে ঘোরতর দাঙ্গা বাঁধালেন ১৯৫৩ সালে জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে।

প্র ঃ উদ্দেশ্য?

উ ঃ মূলতঃ রাজনৈতিক।

প্র ঃ রাজনৈতিক?

উ ঃ হ্যাঁ, রাজনৈতিক। কেননা, মওদুদী সাহেব প্রধানতঃ একজন রাজনৈতিক এবং তাঁর পার্টির মূল লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতা লাভ তাঁর পক্ষে হিন্দুস্থানে সম্ভব নয় জেনেই তিনি পাড়ি জমান পাকিস্তানে এবং জনসমক্ষে নিজেকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটা মওকা খুঁজেন। এবং এজন্যই তিনি টার্গেট করেন আহমদীয়া জামাতকে।

প্র ঃ কিন্তু, উদ্দেশ্যটা তো মূলতঃ ধর্মীয় হতে পারে?

উ ঃ ধর্মীয় হলে তিনি তা ভারতেই করতে পারতেন, কেননা, ভারতেও আহমদীয়া জামাত আছে। বরং ভারতের কাদিয়ান নামক স্থানেই আহমদীয়া জামাতের জন্ম এবং সেখানেই এই আন্দোলনের আদি কেন্দ্র।

প্র ঃ ও, এ কারণেই বুঝি আহমদীদের 'কাদিয়ানী' বলা হয়।

উ ঃ হতে পারে।

প্র ঃ আচ্ছা, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্দেশ্য যদি রাজনৈতিক হয়ে থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে, মওদুদী সাহেব যেহেতু পাকিস্তানকে নস্যাৎ করার জন্যই ঐ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিলেন?

উ ঃ হ্যাঁ, হতে পারে। এমনটা ভাববার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

প্র ঃ মওদুদী সাহেবরা প্রধানতঃ কি সব আওয়াজ তুলে উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন?

উ ঃ আওয়াজ প্রধানতঃ ছিল – 'আহমদীরা মুসলমান নয়, কেননা, তাদের কলেমা আলাদা, কুরআন আলাদা, ইত্যাদি'।

প্র ঃ কিন্তু, এখন, এখন তো উগ্র মৌলবাদীরা অন্য কথা বলছে।

উ ঃ হ্যাঁ, সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে। এখন তারা বলছে যে, আহমদীদেরকে কলেমা পড়তে দেওয়া হবে না, কুরআন পড়তে দেওয়া হবে না, নামায-রোযা ইত্যাদি করতে দেওয়া হবে না, ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, মুসলমানের মত

আচরণও করতে দেওয়া যাবে না, কেননা, পাকিস্তানে তাদেরকে শাসনতান্ত্রিকভাবে অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে।

প্র ঃ তাদের এই দাবীই তো প্রমাণ করে যে, আহমদীরা আসলেই মুসলমান। তারা ইসলামের সব অনুশাসন মেনে চলে, কলেমাতে বিশ্বাস করে, কুরআন পড়ে....

উ ঃ হ্যাঁ, তারা এখন বলছে যে, কাদিয়ানীরা কুরআন মানে বটে, কিন্তু তার অর্থ ও ব্যাখ্যা ভুল করে, বিকৃত করে। এবং তাদের এই ভুল ও বিকৃত তর্জমা ও তফসীর দুনিয়ায় প্রচার করে।

ঃ তাহলে, দু' একটা দেশে এই প্রচার বন্ধ করে তাদের কি লাভ?

ঃ লাভ কি, তা তারাই জানেন।

ঃ এইভাবে কি তারা আহমদীদের আন্দোলন ও প্রচার ঠেকাতে পারবেন?

ঃ অসম্ভব। এ পর্যন্ত ১৯৯টি দেশে আহমদীয়া আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ৬৮ ভাষায় টেক্সটসহ কুরআন মজীদের তর্জমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর প্রকাশ করেছে তারা (এ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত)।

ঃ বলেন কি? ৬৮টি ভাষায় হলে তো, পৃথিবীর বড় বড় ভাষাগুলিতে কুরআনের তর্জমা তফসীর প্রকাশ করেছে আহমদীয়ারা।

ঃ এছাড়াও, প্রায় ১৫০টি ভাষায় কুরআন ও হাদীসের বাছাই করা আয়াত ও বাণী প্রকাশিত হয়েছে।

ঃ এ-তো এক অসাধারণ সাফল্য।

ঃ এবং এই সাফল্যের প্রোগ্রাম ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলেছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে।

ঃ এতো বিশাল আন্দোলন নীরবে সম্পাদিত হচ্ছে কী করে?

ঃ জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা মাফিক (২৪:৫৬) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বর্তমান খেলাফতের কল্যাণে। এবং এবারের ইসলামী খেলাফতের কল্যাণের এই ধারা অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

ঃ তাহলে, এই শান্তিবাদী আন্দোলন তারা প্রতিহত করবে কি ভাবে?

ঃ পারবে না। বিগত শতাধিক বছরেও পারেনি। পাকিস্তানে বর্বর অত্যাচারও এই আন্দোলন থামাতে পারেনি। কেউ পারেনি, কেউ পারবে না। এই আন্দোলন আল্লাহ্‌ কর্তৃক সূচিত এবং লালিত, সুরক্ষিত এবং সাহায্যপুষ্ট। এ আন্দোলন আল্লাহ্‌র আন্দোলন।

ঃ আচ্ছা, ভূট্টো সাহেব তো ছিলেন একজন সেক্যুলার মেজাজের লোক এবং বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। কিন্তু তিনি এটা করতে গেলেন কেন?

ঃ করতে গেলেন, অতি লোভে।

ঃ কি ছিল সেই লোভটা?

ঃ লোভটা ছিল মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা বনবার। এবং মোল্লা মৌলবীরা এই লোভটাই দেখিয়েছিল ভুট্টোকে।

ঃ এজন্যই তিনি, অর্থাৎ এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা সাধনের জন্যই তিনি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আনলেন?

ঃ হ্যাঁ আনলেন, এবং পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রের আর্টিকেল ২৬০-এর ঐ তথাকথিত সংশোধনীটাতে বলা হলো ঃ

'A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the Prophethood of Muhammad (peace be upon him) as the last of the Prophets; or claims to be a prophet in any sense of the world? or any discription whatsoever; after Muhammad (Peace be upon him); or recognizes such a claimant as a prophet or a religious reformer; is not a Muslim for the purpose of the Constitution of Law?--Qadianism threat to Islamic society: Govt. of Pakistan. P. 28, See : Naeem Osman Memon: 'Ahmadiyyat of Quadianism! Islam or Apostasy'? p-310

প্র ঃ আশ্চর্য ! এতে তো, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঈসা (আ.)-এরও 'পুনরাগমন' বন্ধ হয়ে গেছে।

উ ঃ শুধু তাই নয়, অমুসলিম ঘোষণার এই সংশোধনী আনা হয়েছে 'for the purpose of the Constitution of Law' এবং তা আনা হয়নি for the purpose of Islam or the Muslim.

প্রশ্ন ঃ তাহলে.....

উ ঃ তারা এটা বুঝতে চান না যে, পাকিস্তানে দাঙ্গার তদন্ত আদালতের ভাষায় ঃ

"The sublime faith called Islam will live even if our leaders are not there to enforce it. It lives in the individiual, in his soul and outlook, in all his relations with God and men, from the cradle to the grave, and our politicians should understand that if Divine Commands cannot make or keep a man a Musalman, their statutes will not" (p-232)

প্র ঃ তাহলে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংশোধনীর মূল্য কি?

উ ঃ কোনই মূল্য নেই। এ বরং খোদার উপর খোদকারী।

প্র ঃ তাহলে, মৌলবাদীরা প্রায় সবাই এ নিয়ে হৈ চৈ করে কেন?

উ ঃ করে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। পার্থিব স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা অধর্মকেই ধর্ম বলে চালাচ্ছে।

ঃ সেই উদ্দেশ্য সাধনে কতটুকু সাফল্য তারা অর্জন করেছে?

ঃ খুব সামান্যই, এবং খুব সাময়িক। তারা মনে করেছে যে, তারা ভূট্টো এবং জিয়াকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিলেও তারা নিজেরা রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু, রেহাই তারা পাবে না। হতাশা গ্লানি আর ব্যর্থতার অন্তর্জালায় পুড়ে শেষ হয়ে যাবে তারা। এবং যাচ্ছেও তাই।

ঃ যেমন?

ঃ যেমন, মওদুদী সাহেবের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন না ফুরাতেই ফুরিয়ে গেছে তার ভবলীলা। এবং সামরিক ডিক্টেটর জিয়ার কাঁধে চড়ে – এগার বছর ধরে আহমদীদের বিরুদ্ধে বর্বরতম যুলুম নির্যাতন চালাবার পর, গত (১৯৯৩) নির্বাচনে জামাতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগী দলগুলোর ভরাডুবি ঘটেছে খোদ পাকিস্তানেই।

প্র ঃ তাইতো বুঝি ওরা এখন জেঁকে বসতে চাচ্ছে বাংলাদেশে?

ঃ এবং সেই লক্ষ্যেই ওরা প্রথম টার্গেট করেছে বাংলাদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে। ওরা বেশ কিছুদিন ধরেই এখানে সেখানে আহমদীদের মসজিদ মিশন দখল করেছে, সেগুলোতে আগুন ধরাচ্ছে, লুটপাট করছে, কুরআন কেতাব পুড়ে ফেলেছে। এবং এসব তারা করছে 'খতমে নবুওত' আন্দোলনের নামেই।

ঃ তাহলে তো, আসলে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যেই ওরা এই সব সন্ত্রাসী আন্দোলন চালাচ্ছে ধর্মের নামে। এবং এ দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ঈমানের দোহাই দিয়ে উত্তেজিত করছে।

ঃ অতএব, ওদের এই দুরভিসন্ধিটা যতটা শীঘ্র উপলব্ধি করা যায় ততই দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল।

ঃ অবশ্যই, নইলে তো তারা দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে ছাড়বে।

ঃ তবে, আহমদীরা বিশ্বাস করে যে সংশোধিত না হলে আবারও ওরা ব্যর্থই হবে, লাঞ্ছিত পরিত্যক্ত হবে দেশপ্রেমিক জনগণের দ্বারা।

ঃ সেটাই হওয়া উচিত।

ঃ হবেই। কেননা, ১৯৭১ সালে ওরা বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে 'কাফের' বলেছে, 'হিন্দু' বলেছে। এবং বলতে কি এই 'হিন্দু ও কাফেরদেরকে খতম করার উদ্দেশ্যেই ওরা সেদিন হিংস্র কার্যক্রম বিস্তার করেছিল, গণহত্যা চালিয়েছিল 'পোড়ামাটি' কৌশল চালিয়েছিল, কিন্তু সেদিন ওরা ব্যর্থ হয়েছে। শক্তিশালী হানাদার পাক-বাহিনীকে সাথে নিয়েও তারা পর্যুদস্ত হয়েছে, পরাজিত হয়েছে। দুনিয়া জোড়া লাঞ্ছনা আর ধিক্কার জুটেছে ওদের কপালে। আর এবারে?

ঃ এবারে ওরা উৎখাত হবে। ওরা বার বার জুলুম করছে। ধর্মের নামে জুলুম করছে। কাজেই ওরা আল্লাহ্‌র অপছন্দের আগুনে নিপতিত।

Ummati Nabi

Islam has been proclaimed as the complete and final religion. No new divine law can come after the Holy Quran. Accordingly no new law-bearing Prophet can come. But Muslims are eagerly waiting for the advent of Hazrat Isa Nabiullah (as) according to the clear prophecy made by the Holy Prophet Muhammad (sa). Logical questions arise from this onwards : Then who is going to come ? And what will be his status? These are the subjects dealt with in this booklet in easy form of questions and answers.

The readers will enjoy the deep subjects made easy by going through the pages.

'Ummati Nabi'
by **Shah Mustafizur Rahman**

published by
Isha'at Department
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211.

cover design : **Muhammad Nurul Islam Mithu**
printed by : **Intercon Associates**

ISBN 978-984-991-031-2